রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা

Shri K...
Kans Tila,
Mathura-281001 U.P.

Shri KESHAVJI GOUDIYA MATH
Mathura (U.P.)

শ্রীভক্তিতীর্থ গ্রন্থভাণ্ডার।

রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা

—)০(—

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডস্থিত প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিশাস্ত্রীঠাকুর
কর্ত্তৃক সরল বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সম্বলিত।

সাটরী প্রপন্নাশ্রম হইতে
শ্রীপ্রমোদগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত)

মুদ্রাঙ্কনব্যয় বার আনা মাত্র।

GOUDIY

Swami B.V. Narayan

নিবেদন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অপার করুণায় রসিককুলচূড়ামণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত "রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা" গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে রাগানুগা ভক্তের প্রেমসেবা-রীতি ও তৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত সিদ্ধান্তযুক্ত ভজন-পরিপাটী বর্ণিত আছেন। এই গ্রন্থ আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও প্রকৃতিতে বৃহৎ—বিষয়-বৈভবে গরীয়ান্। আরও, বিস্তৃত বঙ্গানুবাদে এবং তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় গ্রন্থের উপাদেয়তা যে ভাবে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা বড়ই বিস্ময়কর। ফলতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভজন-রীতি ও সিদ্ধান্তামৃত আস্বাদন করিতে হইলে এই গ্রন্থ বিশেষভাবে আলোচ্য।

যাঁহার অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হইল—সেই সেবানুরাগী শ্রীধামবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুত ধনঞ্জয় বর্ম্মণ মহাশয়ের পারমার্থিক কল্যাণের জন্য সুধী পাঠকবৃন্দের পাদপদ্মে আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি।

সাউরী প্রপন্নাশ্রম।
'স্নান-পূর্ণিমা,' ১৩৬৮ সাল।

বিনীত—**প্রকাশক।**

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা

প্রথমঃ প্রকাশঃ।

শ্রীরূপবাক্‌সুধাস্বাদিচকোরেভ্যো নমোনমঃ।
যেষাং কৃপালবৈর্বক্ষ্যে রাগবর্ত্মনি চন্দ্রিকাম্‌॥১॥
শ্রীমদ্ভক্তিসুধাম্ভোধের্বিন্দুর্যঃ পূর্ব্বদর্শিতঃ।
তত্র রাগানুগা-ভক্তিঃ সংক্ষিপ্তাত্র বিতন্যতে॥২॥
বৈধীভক্তির্ভবেৎ শাস্ত্রং ভক্তৌ চেৎ স্যাৎ প্রবর্ত্তকম্‌।
রাগানুগা স্যাচ্চেদ্ভক্তৌ লোভ এব প্রবর্ত্তকঃ॥৩॥

যাঁহাদের কৃপালেশ লাভ করিয়া এই 'রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা' লিখিতেছি, শ্রীরূপগোস্বামীর বাক্যরূপ সুধা-আস্বাদী সেই ভক্তচকোর সকলকে বারংবার নমস্কার করিতেছি।১।

পূর্ব্বে যে 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দু' নামক গ্রন্থ লিখিয়াছি, তাহাতে রাগানুগা ভক্তির কথা সংক্ষেপে বলিয়াছি, এই গ্রন্থে তাহা আরও বিস্তারিতভাবে বলিব।২।

শাস্ত্রশাসন-হেতু বৈধীভক্তিতে প্রবৃত্তি। আর ব্রজবাসীদের ভাবের প্রতি লোভ-হেতু রাগানুগা ভক্তিতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।৩।

ভক্তৌ প্রবৃত্তিরত্র স্যাত্তচ্চিকীর্ষা সুনিশ্চয়া।
শাস্ত্রাল্লোভাত্তচ্চিকীর্ষুঃ স্যাতাং তদধিকারিণৌ ॥৪॥

তত্র লোভো লক্ষিতঃ স্বয়ং শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈরেব—

"তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধী র্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥"

ব্রজলীলাপরিকরস্থশৃঙ্গারাদিভাবমাধুর্যে শ্রুতে ধীরিদং মম ভূয়াৎ ইতি লোভোৎপত্তিকালে শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা ন স্যাৎ, সত্যাঞ্চ

এ স্থলে 'প্রবৃত্তি' শব্দের অর্থ সুনিশ্চয়া চিকীর্ষা। অর্থাৎ ভজন করিবার সুনিশ্চয়া ইচ্ছার নামই প্রবৃত্তি। যে ভক্তিতে শাস্ত্রই প্রবৃত্তির জনক হয়, তাহাকে বৈধীভক্তি বলা যায়। আর যে ভক্তিতে লোভই প্রবৃত্তির জনক হয়, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। এখানে ভক্তিতে যে প্রবৃত্তি বলা হইয়াছে, তাহা সুনিশ্চয়া চিকীর্ষাই বুঝিতে হইবে। অতএব শাস্ত্র-শাসনহেতু ভক্তিসাধনানুষ্ঠানে সুনিশ্চয়া ইচ্ছুক ব্যক্তি বৈধী ভক্তির অধিকারী। আর লোভ-হেতু ভক্তিসাধনানুষ্ঠানে সুনিশ্চয়া ইচ্ছুক ব্যক্তি রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। ৪।

তাৎপর্য্য—সুনিশ্চয়া ভক্তিসাধনেচ্ছাই ভক্তিতে প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি দুই কারণে হইয়া থাকে। একের প্রযোজক শাস্ত্র, অপরের প্রযোজক লোভ। শ্রীমদ্ভাগবত (২।১।৫)বলেন—'তস্মাদ্ভারত! সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়ম্॥' অর্থাৎ অভয় ইচ্ছা করিলে সকলের আত্মারও আত্মা ভগবান্ শ্রীহরিই শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য ও স্মর্ত্তব্য। ভয় নিবৃত্তির জন্য এই শাস্ত্র-শাসনবাক্যে যিনি শ্রদ্ধাবান, তিনি বৈধী ভক্তিসাধনে অধিকারী।

তস্মাং লোভত্বস্যৈবাসিদ্ধেঃ। নহি কেনচিৎ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা লোভঃ ক্রিয়তে নাপি লোভনীয়বস্তু-প্রাপ্তৌ স্বস্য যোগ্যাযোগ্যত্ব-বিচারঃ কোঽপ্যুদ্ভবতি। কিন্তু লোভনীয়বস্তুনি শ্রুতে দৃষ্টে বা স্বত এব লোভঃ উৎপদ্যতে ॥৫॥

শ্রীরসামৃতসিন্ধু বলেন—

রাগাত্মিকৈক নিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্ ॥

রাগাত্মিকা ভক্তিতেই নিষ্ঠাপ্রাপ্ত ব্রজবাসিজনের শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব, ঐ ভাব প্রাপ্তির জন্য লুব্ধ ব্যক্তিই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। অতএব বৈধী ভক্তিসাধনে শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসই অধিকারীত্বের হেতু। আর রাগানুগা ভক্তিসাধনে ভাবপ্রাপ্তির লোভই অধিকারিত্বের হেতু।

স্বয়ং শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ লোভোৎপত্তির লক্ষণ বলিতেছেন—

ব্রজবাসিগণের ভাব ও ক্রিয়াদি যে শ্রীকৃষ্ণের সর্বেন্দ্রিয়-প্রীতিকর, এই মাধুর্য্যকথা শ্রবণে তাহা যৎকিঞ্চিৎ অনুভূত হইলে শাস্ত্রযুক্তি-নিরপেক্ষ হইয়া বুদ্ধিবৃত্তির যে প্রবর্ত্তন, অর্থাৎ সেই সেই ভাব-মাধুর্য্যাভিলাষ, তাহাই লোভোৎপত্তির লক্ষণ।

অতএব ব্রজলীলার পরিকরগণের রাগময় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবসমূহের মধ্যে নিজভাবোচিত পরিকরবিশেষের ভাব-মাধুর্য্য শ্রবণ করিলে সেই ভাব প্রাপ্তির লোভ জন্মে। লোভোৎপত্তিতে শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা নাই। শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা থাকিলে লোভই সিদ্ধ হয় না। শাস্ত্র দেখিয়া কেহ কখনও লোভ করে না। অথবা লোভনীয় বস্তুর প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিজের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার বিচারও

স চ ভগবৎকৃপাহেতুকোঽনুরাগিভক্তকৃপাহেতুকশ্চেতি দ্বিবিধঃ। তত্র ভক্তকৃপাহেতুকো দ্বিবিধঃ; প্রাক্তন আধুনিকশ্চ। প্রাক্তনঃ—পৌর্ব্বভবিকতাদৃশভক্তকৃপোত্থঃ ; আধুনিকঃ—এতজ্জন্মাবধি তাদৃশভক্তকৃপোত্থঃ। আদ্যে সতি লোভানন্তরং তাদৃশগুরুচরণাশ্রয়ণম্। দ্বিতীয়ে গুরুচরণাশ্রয়ণানন্তরং লোভ-প্রবৃত্তির্ভবতি যদুক্তম্—

থাকে না; পরন্তু লোভনীয় বস্তুর গুণাদি শ্রবণ বা দৃষ্টিগোচর হইলে লোভ স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে।৫।

তাৎপর্য্য—বৈধী ভক্তির অধিকারী সাধক রতির আবির্ভাব-কাল পর্য্যন্ত শাস্ত্র ও অনুকূল যুক্তির অপেক্ষা করেন, রতির উদয় হইলে তাঁহাদের অপেক্ষা থাকে না। রাগানুগা ভক্তিতে কিন্তু প্রথম প্রবৃত্তি হইতে লোভোৎপত্তি হয় বলিয়া কখনও শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকে না, ইহাই রাগানুগা ভক্তির বৈশিষ্ট্য; কিন্তু যে বিষয়ে লোভ হইয়াছে, তাহার প্রাপ্তির জন্য শাস্ত্রাদির অনুসন্ধান এবং শাস্ত্রোক্ত সাধন-ভজনের অবশ্যই অপেক্ষা আছে। অতএব যে পরিকরবিশেষের ভাব-মাধুর্য্যের কথা শ্রবণে লোভোৎপত্তি হইয়াছে, সেই লোভনীয় ভাবপ্রাপ্তির উপায়ীভূত যে সাধন, সেই সাধন কি? তাহার পরিপাটী কিরূপ—এই প্রকার সাধন বিষয়ে জানিবার ইচ্ছা হইলে শাস্ত্রযুক্তির অবশ্যই অপেক্ষা আছে।

এই লোভ দুই প্রকারে হইয়া থাকে—ভগবৎ কৃপা-হেতু ও অনুরাগী ভক্তকৃপা-হেতু। তার মধ্যে ভক্তকৃপাহেতু লোভ দ্বিবিধ—প্রাক্তন লোভ ও আধুনিক লোভ। জন্মান্তরীয় ভক্ত-কৃপাজনিত

"কৃষ্ণতদ্ভক্তকারুণ্যমাত্রলোভৈকহেতুকা ।
পুষ্টিমার্গতয়া কৈশ্চিদিয়ং রাগানুগোচ্যতে ।।৬।।

ততশ্চ তাদৃশলোভবতো ভক্তস্য লোভনীয়তদ্ভাবপ্রাপ্ত্যুপায়জিজ্ঞাসায়াং সত্যাং শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা স্যাৎ। শাস্ত্রবিধিনৈব শাস্ত্রপ্রতিপাদিতযুক্ত্যৈব চ তৎপ্রদর্শনাৎ, নান্যথা। যথা দুগ্ধাদিষু লোভে সতি কথং মে দুগ্ধাদিকং ভবেদিতি তদুপায়জিজ্ঞাসায়াং তদভিজ্ঞাপ্তজনকৃতোপদেশবাক্যাপেক্ষা স্যাৎ। ততশ্চ গাং

লোভকে প্রাক্তন লোভ বলে। আর এই জন্মে যে তাদৃশ ভক্তকৃপাজনিত লোভ, তাহাকে আধুনিক লোভ বলে। যাঁহার লোভ প্রাক্তন, তাঁহার লোভ স্ফূর্ত্তির পর অনুরাগী শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় হয়। অর্থাৎ যদি কাহারও পূর্ব্বজন্মসিদ্ধ লোভ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে প্রথমে লোভ স্ফূর্ত্তি হয়, পরে তাদৃশ অনুরাগী শ্রীগুরুর চরণাশ্রয়ণ হয়। আর যাঁহার লোভ আধুনিক, তাঁহার প্রথমে শ্রীগুরুচরণাশ্রয় হয়. পরে গুরুর সংসর্গে লোভের প্রবৃত্তি হয়!

শ্রীরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে লিখিত আছে—

শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তের করুণামাত্র হইতে উৎপন্ন যে লোভ, তাহাই রাগমার্গে প্রবৃত্তির একমাত্র কারণ। অর্থাৎ রাগানুগামার্গে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও তাদৃশ অনুরাগী ভক্তের কৃপাভিন্ন প্রবেশ লাভ হয় না। এজন্য এই রাগানুগামার্গকে কেহ কেহ পুষ্টিমার্গও বলিয়া থাকেন। ৬।

অতএব তাদৃশ লোভবিশিষ্ট ভক্তের সেই লোভনীয় ভাব প্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসায় শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা দৃষ্ট হয়। কারণ শাস্ত্রবিধির দ্বারাই এবং শাস্ত্র-প্রতিপাদিত যুক্তির দ্বারাই সেই লোভনীয়

ক্রীণাতু ভবান্ ইত্যাদি তদুপদেশবাক্যাদেব গবানয়নতদ্‌ঘাসপ্রদান তদ্দোহনপ্রকরণাদিকং ততে এব শিক্ষেন্নতু স্বতঃ। যদুক্তমষ্টম-স্কন্ধে—"যথাগ্নিমেধস্যমৃতঞ্চ গোষু ভুব্যন্নমম্বূদ্যমনে চ বৃত্তিম্। যোগৈর্মনুষ্যা অধিযন্তি হি ত্বাং গুণেষু বুদ্ধ্যা কবয়ো বদন্তি" ॥৭॥

স চ লোভো রাগবর্ত্মবর্ত্তিনাং ভক্তানাং গুরুপাদাশ্রয়লক্ষণং

ভাবপ্রাপ্তির উপায়ীভূত সাধন প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং সাধনবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে শাস্ত্রবিধি ও শাস্ত্রযুক্তি ভিন্ন তাহা অন্য উপায়ে জানা যায় না। যেমন দুগ্ধাদিতে লোভ হইলে 'কি উপায়ে দুগ্ধ পাওয়া যাইবে' এইরূপ উপায় জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি হয় এবং তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপদেশের অপেক্ষা থাকে, সেইরূপ এ স্থলেও শাস্ত্রো-পদেশের অপেক্ষা আছে। আবার 'তুমি গাভী ক্রয় কর' ইত্যাদি উপদেশ হইতেই গাভী আনয়ন এবং গাভীকে ঘাসাদি প্রদান ও গো-দোহন-প্রকারাদি শিক্ষা করিতে হয়। উপদেশ ব্যতীত যেমন স্বয়ং কিছুই করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ এস্থলেও উপদেশ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—'উপায় পরম্পরা দ্বারা মনুষ্যসকল যেমন কাষ্ঠে অগ্নি গাভীতে দুগ্ধ, পৃথিবীতে অন্ন ও জল নিজের চেষ্টায় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ গুণমধ্যেও বুদ্ধি দ্বারা আপনাকে লাভ করা যায়, পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন।৭।

(তাৎপর্য্য—লোভোৎপত্তিতে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা নাই, কিন্তু নিজাভীষ্ট পরিকরবিশেষের ভাব-মাধুর্য্যের কথা শ্রবণের দ্বারা সেই ভাবপ্রাপ্তির নিমিত্ত (লোভ উৎপত্তির পরেও) তাদৃশ লোভবিশিষ্ট ভক্তের শাস্ত্রবিধি ও শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা আছে।)

মারভ্য স্বাভীষ্টবস্তু সাক্ষাৎ প্রাপ্তিসময়মভিব্যাপ্য "যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ, মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ। তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং, চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্" ॥ ইতি ভগবদুক্তেঃ ভক্তিহেতুকান্তঃকরণশুদ্ধিতারতম্যাৎ প্রতিদিনং অধিকাধিকো ভবতি ॥৮॥

উদ্ভূতে তাদৃশে লোভে শাস্ত্রদর্শিতেষু তত্তদ্ভাবপ্রাপ্ত্যুপায়েষু "আচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি" ইত্যুদ্ধবোক্তেঃ, কেষু চিদ্‌গুরুমুখাৎ কেষু চিদভিজ্ঞমহোদয়ানুরাগিভক্তমুখাৎ অভি-

---

এই লোভই আবার রাগমার্গীয় ভক্তের গুরুপাদাশ্রয়রূপ ভক্ত্যঙ্গের প্রথম সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া নিজাভীষ্ট ভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির দ্বারা সাধকের চিত্ত যে পরিমাণে প্রতিদিন শুদ্ধ হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই প্রতিদিন লোভও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। একথা শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন—"সিদ্ধাঞ্জনলিপ্ত চক্ষু যেমন অতি সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ আমার পবিত্র রূপ-গুণ-লীলাদির কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি দ্বারা চিত্ত যতই পরিমার্জ্জিত হইতে থাকে, ততই আমার রূপ-লীলাদি মাধুর্য্য অনুভব ও দর্শন করিতে সমর্থ হয়।" এই ভগবদ্‌বাক্যে বুঝা গেল যে, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তি দ্বারা যে পরিমাণে চিত্ত শুদ্ধ হইতে থাকে, সেই পরিমাণে দিন দিন লোভও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে ।৮।

তাদৃশ লোভ উৎপন্ন হইলে শাস্ত্র-প্রদর্শিত সেই সেই ভাব প্রাপ্তির উপায়ীভূত সাধন সম্বন্ধে "আপনি বাহিরে গুরুরূপে এবং অন্তরে

জ্ঞাতেষু কেষুচিত্তক্তিমৃষ্ট চিত্তবৃত্তিষু স্বত এব স্ফুরিতেষু, সোল্লাসমেবাতিশয়েন প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। যথা কামার্থিনাং কামোপায়েষু ॥৯॥

তচ্চ শাস্ত্রং সর্ব্বোপনিষৎসারভূতং 'যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্ট'মিত্যাদিবাক্যনিচয়াকর শ্রী-ভাগবতমহাপুরাণমেব। তথা তৎপ্রতিপাদিতভক্তিবিবরণ-চঞ্চু-

---

অন্তর্যামিরূপে স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ করেন।"—শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের এই উক্তি অনুসারে কোন কোন স্থলে শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণ পূর্ব্বক অভিজ্ঞতা লাভ হয়। কোথাও কোথাও বা অভিজ্ঞ তাদৃশ অনুরাগী মহোত্তম ভক্তমুখ হইতে শ্রবণপূর্ব্বক অভিজ্ঞান লাভ হয়। কোথাও বা ভক্তিদ্বারা পরিমার্জ্জিত শুদ্ধ চিত্তবৃত্তিতে সাধন স্বতঃই স্ফুরিত হয়। এই প্রকারে শ্রীগুরুমুখ হইতে বা তাদৃশ ভক্তমুখ হইতে সাধন-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলে কিংবা চিত্তবৃত্তিতে সাধন স্বতঃ স্ফূর্ত্ত হইলে উল্লাসপূর্ণ সাতিশয় প্রবৃত্তিও প্রকাশ পায়। কামুক ব্যক্তিগণ কামপূরণের নিমিত্ত যেরূপ চেষ্টা করে, ভক্তগণও তদ্রূপ ভক্তির উপায়ীভূত সাধন সম্বন্ধে উল্লাসপূর্ণ আগ্রহ ও চেষ্টাশীল হইয়া থাকেন।৯।

তাদৃশ লোভবিশিষ্ট ভক্তের অপেক্ষণীয় শাস্ত্র কি? সর্ব্ব উপনিষদের সারভূত শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভক্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্র। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"আমি যাহাদের প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃদ এবং ইষ্টদেব হইয়া থাকি।" এই বাক্যনিচয়ের আকর শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদিত ভক্তিবিবরণ যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, সেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থসকল তাদৃশ

শ্রীভক্তিরসামৃতার্ণবাদিকমপি। তত্রত্যং বাক্যত্রয়ং যথা—"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।" ইতি॥ "সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥" ইতি॥ "শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধীভক্ত্যুদিতানি তু। যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥" ইতি॥ ত্রিকমত্র কামানুগাপক্ষে এব ব্যাখ্যায়তে ॥১০॥

ভক্তের অপেক্ষণীয় শাস্ত্র জানিতে হইবে।

রাগানুগা সাধনভক্তি সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে তিনটী বাক্য দেখা যায়, যথা—

রাগানুগীয় সাধক, নিজাভিলষিত ভাবোচিত লীলাবিলাসী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে এবং এইরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই ভক্তজন অথচ নিজের স্বজাতীয় ভাবযুক্ত প্রিয়জনকে স্মরণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রিয়জনের কথায় রত থাকিয়া সাধকদেহ ও সিদ্ধদেহ, উভয় দেহদ্বারাই সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন। সাধকদেহ দ্বারা সাক্ষাৎরূপে ব্রজবাসে অসমর্থ হইলে মনে মনেও বাস করিবেন।

সাধকরূপে (যথাবস্থিত সাধকদেহে) এবং সিদ্ধরূপে (অন্তশ্চিন্তিত অভীষ্ট তৎসেবোপযোগী দেহে) সেই ব্রজস্থ নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের রতিবিশেষলাভেচ্ছু ব্যক্তি ব্রজলোকের অনুসরণে সেবা করিবেন।

বৈধীভক্তিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যে সকল ভক্ত্যঙ্গ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই রাগানুগা ভক্তি সাধনেও সেই সেই অঙ্গের উপযোগীতা

প্রথমতঃ কৃষ্ণং স্মরন্ ইতি স্মরণস্যাত্র রাগানুগায়াং মুখ্যত্বং রাগস্য মনোধর্ম্মত্বাৎ। প্রেষ্ঠং নিজভাবোচিত লীলাবিলাসিনং কৃষ্ণং বৃন্দাবনাধীশ্বরম্। অস্য কৃষ্ণস্য জনঞ্চ স্মরন্ কীদৃশং নিজসমী-

ও অপেক্ষা আছে। মনীষিগণ বিচারপূর্ব্বক স্বীয় ভাবের উপযোগী অঙ্গগুলিরই আচরণ করিবেন; কিন্তু নিজের ভাববিরুদ্ধ অঙ্গের আচরণ করিবেন না।

এই তিনটী শ্লোক সমস্ত রাগানুগার পক্ষে প্রযুক্ত হইলেও আমি কিন্তু এই তিনটী শ্লোকের কেবল কামানুগ * পক্ষে ব্যাখ্যা করিব।১০।

'কৃষ্ণং স্মরন্'—প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া, অর্থাৎ এই রাগানুগা ভক্তিতে স্মরণই মুখ্য সাধন। কারণ রাগ মনের ধর্ম্ম, সুতরাং মানসিক ধর্ম্ম রাগ—(তৃষ্ণা বা লোভ) মূলক রাগানুগা ভক্তিতে

* ব্রজলীলার পরিকরমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভক্তি স্বতঃই রাগরূপা বা রাগাত্মিকা। ইহা দ্বিবিধ—কামরূপা ও সম্বন্ধানুগা। যাহাতে যাবতীয় উদ্যমই কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণসুখের নিমিত্ত হওয়ায় সম্ভোগতৃষ্ণা (কাম) প্রেমরূপে পরিণত হয়, সেই ভক্তিকে কামরূপা ভক্তি বলে। ইহা কেবল ব্রজদেবীগণেই বিরাজমানা। গোপীগণের এই পবিত্র প্রেমই 'কাম' এই আখ্যায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। রাগরূপা ভক্তি দুই প্রকার হওয়ায় রাগানুগা ভক্তিও দুই প্রকার—কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা। কাম-রূপা রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগামিনী যে তৃষ্ণা, তাহার নাম কামানুগা ভক্তি; ইহা দুই প্রকার—সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী। যূথেশ্বরী ব্রজদেবীগণের ভাবমাধুর্য্য প্রাপ্তিবিষয়ে বাসনাময়ী কামানুগা ভক্তির নাম তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী।

হিতং স্বাভিলষণীয়ং শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীললিতাবিশাখাশ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদিকম্। কৃষ্ণস্যাপি নিজসমীহিতত্বেঽপি তজ্জনস্য উজ্জ্বলভাবৈকনিষ্ঠত্বাৎ নিজসমীহিতত্বাধিক্যম্। ব্রজে বাসমিতি অসামর্থ্যে মনসাপি। সাধকশরীরেণ বাসস্তু উত্তরশ্লোকার্থতঃ প্রাপ্ত এব। সাধকরূপেণ যথাবস্থিতদেহেন। সিদ্ধরূপেণান্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎসাক্ষাৎসেবোপযোগিদেহেন। তদ্ভাবলিপ্সুনা—তদ্ভাবঃ স্বপ্রেষ্ঠকৃষ্ণবিষয়কঃ স্বসমীহিতকৃষ্ণজনাশ্রয়কশ্চ যো ভাব উজ্জ্বলাখ্যস্তং লব্ধুমিচ্ছতা। সেবা মনসৈবোপস্থাপিতৈঃ সাক্ষাদপ্যুপস্থাপিতৈশ্চ

মানসিক সাধন স্মরণই প্রধান। 'প্রেষ্ঠং' (প্রিয়তম) নিজভাবোচিত লীলাবিলাসী বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে এবং ঐ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জনকে স্মরণ করিবে। এই প্রিয়জন কাহারা? নিজসমীহিত অর্থাৎ নিজভাবের পরমাশ্রয়রূপে অভিলষনীয় বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা, ললিতা, বিশাখা, শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি। শ্রীকৃষ্ণ নিজের অভিলষনীয় হইলেও তদীয় প্রিয়জনের উজ্জলভাবে একান্ত নিষ্ঠাহেতু প্রিয়জনেই স্বাভীলষনীয়ত্বের আধিক্য সূচিত হইতেছে। (অতএব ইহাঁদিগকে স্মরণ করিয়া এবং তাঁহাদের কথায় রত হইয়া) 'ব্রজে বাসং'—ব্রজে বাস করিবে। ব্রজবাসে অসমর্থ হইলে মনের দ্বারাও বাস করিবে। যেহেতু সাধকশরীরে ব্রজবাসের কথা পরবর্ত্তী শ্লোকে পাওয়া যাইতেছে। 'সাধকরূপেণ'—যথাবস্থিত সাধকদেহ দ্বারা 'সিদ্ধরূপেণ' অন্তরে চিন্তিত যে অভীষ্ট, তাঁহার সাক্ষাৎসেবার উপযোগী দেহদ্বারা 'তদ্ভাবলিপ্সুনা'—সেই লোভনীয় বস্তুর লাভাভিলাষী নিজপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক এবং নিজের অভিলষনীয় শ্রীরাধা, ললিতা, বিশাখা, শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতিকে আশ্রয়

সমুচিতদ্রব্যাদিভিঃ পরিচর্য্যা কার্য্যা। তত্র প্রকারমাহ, ব্রজলোকানুসারতঃ সাধকরূপেণানুগম্যমানা যে ব্রজলোকাঃ শ্রীরূপগোস্বাম্যাদয়ঃ যে চ সিদ্ধরূপেণানুগম্যমানাঃ ব্রজলোকাঃ শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদয়স্তদনুসারতঃ। তথৈব সাধকরূপেণানুগম্যমানা ব্রজলোকাঃ প্রাপ্তকৃষ্ণসম্বন্ধিনো জনাশ্চন্দ্রকান্ত্যাদয়ঃ দণ্ডকারণ্যবাসি মুনয়শ্চ বৃহদ্বামনপ্রসিদ্ধাঃ শ্রুতয়শ্চ যথাসম্ভবং জ্ঞেয়াঃ। তদনুসারতস্তত্তদাচারদৃষ্ট্যেত্যর্থঃ। তদেবং বাক্যদ্বয়েন স্মরণং ব্রজবাসঞ্চ উক্ত্বা শ্রবণাদীনপ্যাহ—শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনীতি। গুরুপাদাশ্রয়ণাদীনি স্বাক্ষেপলব্ধানি। তানি বিনা ব্রজলোকানুগত্যাদিকং কিমপি

করিয়া যে উজ্জ্বলাখ্য ভাব বর্ত্তমান, তাহা লাভ করিবার ইচ্ছুক হইয়া 'সেবা' মানসে উপস্থাপিত অর্থাৎ সংগৃহীত সেবোপযোগী দ্রব্যাদি (এবং সাধকদেহে সংগৃহীত যথাযোগ্য দ্রব্যাদি) দ্বারা পরিচর্য্যা কর্ত্তব্য। এই সেবার প্রকার বলিতেছেন—'ব্রজলোকানুসারতঃ'—ব্রজলোকের অনুসরণে অর্থাৎ ভক্তগণ সাধকরূপে যাঁহাদের অনুগমন করেন, শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতি সেই সকল ব্রজলোকের এবং অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধরূপে অনুগম্যমান শ্রীরূপমঞ্জরী প্রমুখ ব্রজলোকের অনুসারে সেবা করিবে। আবার ঐ প্রকার সাধকরূপে সাধনসিদ্ধ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধপ্রাপ্ত চন্দ্রকান্তি, দণ্ডকারণ্যবাসী মুনি, বৃহদ্বামনপুরাণ প্রসিদ্ধ শ্রুতি প্রভৃতিকেও যথাসম্ভব জানিতে হইবে। ঐ সকল ব্রজলোকের অনুসারে সেবা করিবে। এস্থলে 'অনুসারে' বলিতে ব্রজলোকের আচার দেখিয়া জানিতে হইবে। এইরূপে দুইটী শ্লোকে স্মরণ ও ব্রজবাসের কথা বলিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনাঙ্গ বলিতেছেন— 'শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি'—

ন সিধ্যেদিত্যতো মণীষিভিরিতি মনীষয়া বিমৃশ্যৈব স্বীয়ভাব-সমুচিতান্যেব তানি কার্য্যাণি নতু তদ্বিরুদ্ধানি ॥১১॥

তানি চার্চ্চনভক্তাবহংগ্রহোপাসনা-মুদ্রা-ন্যাস-দ্বারকাধ্যান-রুক্মিণ্যাদিপূজাদীন্যাগমশাস্ত্রবিহিতান্যপি নৈব কার্য্যাণি। ভক্তি-

---

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি। এই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বাক্যদ্বারা আক্ষেপলব্ধ গুরু-পাদাশ্রয়াদি চতুঃষষ্ঠি ভক্ত্যঙ্গও বলা হইল। ঐ সকল অঙ্গের সাধন ব্যতীত ব্রজলোকের আনুগত্য প্রভৃতি সিদ্ধ হয় না। এইজন্য বলিলেন—'মনীষিভিঃ'—বুদ্ধিমান জন সম্যক বিচার করিয়া স্বীয়ভাবের অনুকূল সাধনাঙ্গসকল আচরণ করিবেন। ভাববিরুদ্ধ কিছুই আচরণ করিবেন না।১১।

(তাৎপর্য্য—সিদ্ধরূপে মানসী সেবা শ্রীরাধা, ললিতা, বিশাখা, শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির আনুগত্যে এবং সাধকরূপে দৈহিকাদি সেবা শ্রীরূপ-সনাতনাদি ব্রজবাসিগণের আনুগত্যেই কর্ত্তব্য।

এস্থলে শ্রবণ-কীর্ত্তন উপলক্ষণমাত্র, অর্চনাদি অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গেরও সাধন স্বীয়ভাবের অবিরোধে সাধকদেহে করণীয়। গোপীগণের আনু-গত্যে সাধন বলিতে কেহ যেন মনে না করেন, শ্রীগুরুপাদাশ্রয়, একাদশী ব্রত, শালগ্রাম বা তুলসীসেবাদি গোপীগণ যখন করেন নাই, তখন আমাদের কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু এই সকল সাধনাঙ্গ ব্যতীত গোপী-গণের আনুগত্য সিদ্ধ হয় না। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, 'অনুসার' অর্থ অনুকরণ নহে, তাৎপর্য্যে মিলন অর্থাৎ ভাব-সাজাত্যই ধ্বনিত হইয়াছে)।১১।

অর্চ্চনাঙ্গ ভক্তিতে অহংগ্রহোপাসনা, মুদ্রা, ন্যাস (প্রাণায়াম)

মার্গেঽস্মিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অঙ্গবৈকল্যেঽপি দোষাভাবশ্রবণাৎ। যদুক্তম্—"যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥" ইতি॥ "নহ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ভক্তেরুদ্ধবাণ্বপি॥" ইতি চ॥ অঙ্গিবৈকল্যে ত্বস্ত্যেব দোষঃ। যান্ শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীন্ ভগবদ্ধর্ম্মানাশ্রিত্য ইত্যুক্তেঃ। 'শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা। ঐকান্তিকীহরের্ভক্তি-রুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥' ইত্যুক্তেশ্চ। লোভস্য প্রবর্ত্তকত্বেঽপি নিজভাবপ্রতিকূলান্যুক্তানি সর্ব্বাণি শাস্ত্রবিহিতানাং ত্যাগ্যানৌ-

---

দ্বারকাধ্যান ও রুক্মিণী প্রভৃতির পূজাদি আগমশাস্ত্রবিহিত হইলেও এই রাগানুগা ভক্তিমার্গে অকর্ত্তব্য। এই ভক্তিমার্গের যৎকিঞ্চিৎ অঙ্গ-বৈকল্যেও কোন ক্ষতি হয় না, এইরূপ শাস্ত্রে শুনা যায়। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে—"হে রাজন্! এই ভক্তিমার্গে মনুষ্যগণ ভাগবতধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কখনই প্রমাদগ্রস্ত হয় না। এই পথে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও কেহ কখনও পতিত বা স্খলিত হয় না।" আরও উক্ত হইয়াছে—"হে উদ্ধব! মদ্ভক্তিলক্ষণ এই ধর্ম্মের উপক্রমে অঙ্গবৈগুণ্যাদি ঘটিলেও ইহার কিঞ্চিৎমাত্র নষ্ট হয় না। ভাগবতধর্ম্ম এইরূপই মৎকর্ত্তৃক নিশ্চিত হইয়াছে'। এইরূপে যৎকিঞ্চিৎ অঙ্গহানিতে দোষ না ঘটিলেও অর্চ্চনাদি অঙ্গীর হানিতে দোষ আছেই। কারণ উক্ত শ্লোকের সারম্ভে এই পাওয়া যায়, অঙ্গী যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভাগবতধর্ম্ম, তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অন্য কর্ম্ম না করিলে কোনই দোষ হয় না। ব্রহ্মযামলে উক্ত হইয়াছে—'শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রবিধিকে উপেক্ষা করিয়া যদি কেহ একান্তভাবেও শ্রীহরিভক্তির অনুষ্ঠান করে,

চিত্যমিতিবুদ্ধ্যা যদি করোতি তদা দ্বারকাপুরে মহিষীজনপরি-জনত্বং প্রাপ্নোতি। যদুক্তম্—"রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধি-মার্গেণ সেবতে। কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে॥" কেবলেনৈব কৃৎস্নেনৈব ন তু নিজভাবপ্রতিকূলান্ মহিষীপূজাদীন্ কাংশ্চিৎ কাংশ্চিদংশান্ পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। "নির্ণীতে কেবলমিতি ত্রিলিঙ্গন্ত্বেককৃৎস্নয়োঃ" ইত্যমরঃ। কেবলেন বিধিমার্গেণ পুরে মহিষীত্বং মিশ্রেণ মথুরায়ামিতি ব্যাখ্যা নোপপদ্যতে। পুরে যথা মহিষীত্বং তথা মথুরায়াং কিং রূপত্বম্? কুব্জাপরিকরত্বমিতি চেৎ কেবলবৈধীভক্তিফলাদপি মিশ্রবৈধীভক্তিফলস্য অপকর্ষঃ খলু

তথাপি তাহাতে উৎপাতই হয়'। আবার লোভহেতু ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াও "শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মসকল ত্যাগ করা অনুচিত।"—এই বুদ্ধিতে যদি কেহ নিজভাবের প্রতিকূল হইলেও মহিষীপূজা, দ্বারকাধ্যানাদির কোন অংশ পরিত্যাগ না করিয়াই বিধিমার্গে (এমন কি বল্লবীকান্তের ধ্যানময় মন্ত্রাদি দ্বারা) ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তবে তিনি কিঞ্চিৎ বিলম্বে দ্বারকাপুরে মহিষীগণের পরিকরত্ব লাভ করিবেন। এ কথা শ্রীরসামৃতসিন্ধুতেও লিখিত আছে,—'কেহ যদি শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণেচ্ছা করিয়া ব্রজাদি সম্বন্ধের লিপ্সা ও আগ্রহ ব্যতীত কেবল বিধিমার্গেই সেবা করেন, তবে তিনি দ্বারকাপুরে মহিষীগণের পরি-করত্বই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" এখানে 'কেবল' পদে নিজভাবের প্রতিকূল মহিষীবর্গের পূজাদি কোন কোন অংশ পরিত্যাগ না করিয়া সর্ব্বাংশ দ্বারা বুঝাইতেছে। অমরকোষে 'কেবল' শব্দের অর্থ 'কৃৎস্ন' (সকল) বলিয়াছেন। অতএব কেবল বিধিমার্গ দ্বারা দ্বারকাপুরে

অন্যায় এব। "রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নরুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ" ইতি গোপালতাপনীশ্রুতিদৃষ্ট্যা রুক্মিণীপরিণয়ো মথুরায়ামিত্যতো রুক্মিণীপরিকরত্বমিতি ব্যাখ্যা তু ন সার্ব্বলৌকিকী। রাধাকৃষ্ণোপাসকঃ কথং কুব্জাং বা রুক্মিণীং বা প্রাপ্নোতি ইতি দ্বিতীয়শ্চান্যায়ঃ। বস্তুতস্তু লোভপ্রবর্ত্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনমেব রাগমার্গ উচ্যতে, বিধিপ্রবর্ত্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনঞ্চ বিধিমার্গ ইতি। বিধিবিনাভূতং সেবনন্তু শ্রুতিস্মৃত্যাদিবাক্যাদুৎপাতপ্রাপকমেব ॥১২॥

মহিষীত্ব এবং মিশ্র অর্থাৎ রাগানুগামিশ্র বিধিমার্গে সাধনদ্বারা মথুরাতে—এই প্রকার ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। দ্বারকাপুরে মহিষীত্ব লাভ হইলে মথুরায় কি লাভ হইবে? যদি বল, মথুরাতে কুব্জা-পরিকরত্ব লাভ হয়। তাহা হইলে কেবল বিধিমার্গের ফল যে দ্বারকাপুরে মহিষীত্ব লাভ, তাহা হইতে মিশ্র বিধিমার্গের ফলের অপকর্ষ হইয়া পড়ে; সুতরাং এরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। যদি বল, গোপালতাপনী শ্রুতির উক্তি অনুসারে রুক্মিণীপরিণয় মথুরায়, সুতরাং মিশ্র বিধিমার্গের ফল মথুরায় রুক্মিণী-পরিকরত্ব লাভ, তাহা সঙ্গত নহে। আবার মথুরাতে রুক্মিণী-পরিণয় সর্বজন-অনুমোদিত নহে। রাধাকৃষ্ণ-উপাসক কেন কুব্জা বা রুক্মিণী-পরিকরত্ব লাভ করিবেন? ইহাও অন্যায় সিদ্ধান্ত। বস্তুতঃ লোভ-প্রবর্ত্তিত বিধিমার্গে সেবনকেই রাগমার্গ বলে। আর বিধি-প্রবর্ত্তিত বিধিমার্গে সেবনই বিধিমার্গ। বিধি বিনা ভজন শুফফল প্রসব করে না। পূর্ব্বলিখিত 'শ্রুতি-স্মৃতি' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য দ্রষ্টব্য।১২।

(তাৎপর্য্য—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সুখাভিলাষ ঈপ্সিত হইলেও

যথাযথ সাধনের অভাবে রাগানুগামিশ্র বৈধমার্গে সাধনের দ্বারাই মথুরায় মহিষীপরিকরত্ব লাভ হইতে পারে। আর শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবাতে যাঁহাদের অভিলাষ, অথচ বৈধীমার্গে ভজন, তাঁহাদের দ্বারকাপুরে শ্রীরুক্মিণীকান্তে অভিলাষ না থাকায় দ্বারকায় মহিষীপরিকরত্ব প্রাপ্তি হইবে না। আবার ব্রজানুগত শুদ্ধ রাগমার্গে ভজন নাই বলিয়া বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবাও প্রাপ্তি হইবে না। এস্থলে কিন্তু বিধি ও রাগমার্গে ভজনের ঐশ্বর্য্যাংশে বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ গোলোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবা প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু শুদ্ধ মাধুর্য্যময় বৃন্দাবনে নহে। এই বৃন্দাবনেরই বৈভববিশেষ গোলোকই প্রাপ্ত হইবেন। যেমন অগ্নিপুত্রগণ শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত মিশ্র বিধিমার্গে তপস্যা করিয়া দ্বারকায় মহিষীগণের পরিকরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর শ্রুতিগণ কেবল রাগানুগা সাধনবলে গোকুলে গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এখানে 'লোভ-প্রবর্ত্তিত বিধিমার্গে ভজন' বলিতে রাগানুগা-ভক্তিতে প্রথম হইতেই লোভোৎপত্তি হয় বলিয়া শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকে না; কিন্তু যে বিষয়ে লোভ হইয়াছে, তাহার প্রাপ্তির জন্য শাস্ত্র-বিধির অপেক্ষা আছে। আবার শাস্ত্রোক্ত আবশ্যক কৃত্যের অনুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধকৃত্যের পরিহারও শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষের নিমিত্তই প্রযুক্ত হইয়া থাকে; সুতরাং এ বিষয় অবগত হইলে সাধকের স্বতঃই আবশ্যক কৃত্যে প্রবৃত্তি ও নিষিদ্ধকৃত্যে অপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

'শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি ও পঞ্চরাত্রের বিধি ব্যতীত ঐকান্তিকী হরিভক্তিও উৎপাতই আনয়ন করে।' এই বাক্যে বিধির আবশ্যকতা দেখা যায়। আবার রাগমার্গে বিধি-নিরপেক্ষতাও দেখা যায় কেন ?

অথ রাগানুগায়া অঙ্গান্যন্যানি ভজনানি কানি কানি কীদৃশীনি কিং স্বরূপাণি কথং কর্ত্তব্যানি অকর্ত্তব্যানি বেত্যপেক্ষায়ামুচ্যতে। স্বাভীষ্টভাবময়ানি, স্বাভীষ্টভাবসম্বন্ধীনি, ইতি পঞ্চবিধানি ভজনানি শাস্ত্রে দৃশ্যন্তে। তত্র কানিচিৎ সাধ্যসাধনরূপাণি, কানিচিৎ সাধ্যং প্রেমাণং প্রতি উপাদানকারণানি, কানিচিৎ নিমিত্তকারণানি, কানিচিৎ ভজনচিহ্নানি, কানিচিদ্-উপকারকানি, কানিচিৎ অপকারকাণি, কানিচিৎ তটস্থানি, ইতি। এতানি বিভাজ্য দর্শ্যন্তে ॥১৩॥

তাহার উত্তর এই যে, শ্রীভগবানের নাম প্রভৃতিতে বস্তুশক্তির সিদ্ধি থাকায় ভক্তিমার্গে বিধির অপেক্ষা নাই ; কিন্তু যাহার স্বভাবতঃ ভক্তি-বিষয়ে প্রবৃত্তি নাই, তাহার সম্বন্ধেই বিধির অপেক্ষা আছে। যিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত, তাহার জন্য বিধি প্রবর্ত্তন নহে। অতএব রাগানুগা বিধিদ্বারা প্রবর্ত্তিত নহে, কেবল রুচি বা প্রীতির দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যেহেতু লভ্যবস্তুর প্রতি প্রীতি জন্মিলেই সেই বস্তু লাভ হইয়া থাকে ; সুতরাং ভগবৎসেবা প্রাপ্তির জন্য ভগবৎ প্রীতিই আবশ্যক এবং এই প্রীতির নিমিত্তই রাগানুগামার্গে বিধি-নিরপেক্ষতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১২।

অনন্তর রাগানুগার অন্যান্য ভজনাঙ্গ কি কি ? সেই ভজনই বা কি প্রকার ? তাহার স্বরূপ কি ? তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য কি ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—স্বাভীষ্ট-ভাবময়, স্বাভীষ্টভাব-সম্বন্ধী, স্বাভীষ্ট-ভাবানুকুল, স্বাভীষ্ট-ভাবাবিরুদ্ধ ও স্বাভীষ্ট-ভাব-বিরুদ্ধ—শাস্ত্রে এই পঞ্চবিধ ভজন দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে কতকগুলি সাধ্যের সাধনস্বরূপ, কতকগুলি সাধ্য যে প্রেম তাহার

তত্র দাস্যসখ্যাদীনি স্বাভীষ্টভাবময়ানি, সাধ্যসাধনরূপাণি। গুরুপাদাশ্রয়তো মন্ত্রজপধ্যানাদীনি সাধ্যং প্রত্যুপাদানকারণত্বাদ্ভাবসম্বন্ধীনি "জপেন্নিত্যমনন্যধীঃ" ইত্যাদ্যুক্তে নিত্যকৃত্যানি, "জপ্যঃ স্বাভীষ্টসংসর্গী কৃষ্ণনামমহামনুঃ" ইতি গণোদ্দেশদীপিকোক্তেঃ, সিদ্ধরূপেণানুগম্যমানানামপি মন্ত্রজপদর্শনাৎ উপাদান-কারণত্বেন ভাবসম্বন্ধীনি "গাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি বিন্দন্ এব সন্ মম গোপস্ত্রীজনবল্লভো ভবত্যভীষ্টসংসর্গীকৃষ্ণনাম এব মহামনুঃ সর্ব্বমন্ত্রশ্রেষ্ঠ ইত্যষ্টাদশাক্ষরো দশাক্ষরশ্চ মন্ত্র এব অর্থাদুক্তো ভবতীতি গণোদ্দেশদীপিকাবাক্যার্থো জ্ঞেয়ঃ।

উপাদান কারণ, কতকগুলি ভজন-চিহ্ন, কতকগুলি উপকারক, কতকগুলি অপকারক, কতকগুলি তটস্থ অর্থাৎ উপকারক বা অপকারক কিছুই নয়। এইগুলি বিভাগ করিয়া দেখান হইতেছে। ১৩।

দাস্য-সখ্যাদি স্বাভীষ্ট-ভাবময় ভজনাঙ্গগুলি সাধ্য যে প্রেম তাহার সাধনস্বরূপ। গুরুপাদাশ্রয় হইতে মন্ত্রজপ ও ধ্যানাদি সাধ্য প্রেমের উপাদান কারণ বলিয়া উহাদিগকে ভাব-সম্বন্ধী বলে। "নিত্য অনন্যমনে জপ করিবে" ইত্যাদি উক্তিহেতু নিত্যকৃত্যসকল, "স্বাভীষ্ট-সংসর্গী কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র" এই গণোদ্দেশদীপিকার উক্তি অনুসারে সিদ্ধরূপে অনুগম্যমান পরিকরগণেরও মন্ত্রজপ দর্শনহেতু উপাদান-কারণ বলিয়া ভাব-সম্বন্ধী। 'হে গোপীজনবল্লভ! আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ে বাস কর।" এই প্রকার অর্থহেতু অভীষ্ট-সংসর্গী কৃষ্ণনামরূপ মন্ত্রই মহামন্ত্র, এই মন্ত্র সর্ব্ব মন্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ। এইপ্রকার অর্থবশতঃ অষ্টাদশাক্ষর ও দশাক্ষর মন্ত্রই গণোদ্দেশদীপিকার বচনের তাৎপর্য্য জানিতে হইবে।

স্বীয়ভাবোচিতনামরূপগুণলীলাদিস্মরণশ্রবণাদীনি উপাদানকারণত্বাৎ ভাবসম্বন্ধীনি। তথাহি—"নামানি রূপাণি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ" ইতি। "শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ, স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ" ইত্যাদ্যুক্তেরভীক্ষ্ণকৃত্যানি। অত্র রাগানুগায়াং যন্মুখ্যস্য তস্যাপি স্মরণস্য কীর্ত্তনাধীনত্বমবশ্যং বক্তব্যমেব কীর্ত্তনস্যৈব এতদ্‌যুগাধিকারত্বাৎ সর্ব্বভক্তিমার্গেষু সর্ব্বশাস্ত্রৈস্তস্যৈব সর্ব্বোৎকর্ষপ্রতিপাদনাচ্চ। "তপাংসি শ্রদ্ধয়া কৃত্বা প্রেমাঢ্যা জজ্ঞিরে ব্রজে" ইত্যুজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তেরনুগম্যমানানাং শ্রুতীনাং প্রেমাণং প্রতি তপসাং কারণত্বা-

---

স্বীয় ভাবোচিত নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি স্মরণ ও শ্রবণাদি উপাদান-কারণ বলিয়া ভাব-সম্বন্ধী। "লজ্জাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সঙ্গরহিত হইয়া তদর্থক নাম ও রূপাদি গান করিয়া বেড়াইবে" এবং 'ভক্তসকল নিরন্তর তোমার চরিত্র শ্রবণ, গান, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিয়া আনন্দলাভ করিয়া থাকেন।" ইত্যাদি উক্তিহেতু উহা নিরন্তর কর্ত্তব্য। এই রাগানুগা ভক্তিতে মুখ্য সাধন যে স্মরণ, তাহারও কীর্ত্তনাধীনত্ব অবশ্য বক্তব্য হইতেছে। কারণ বর্ত্তমান কলিযুগে কীর্ত্তনেরই অধিকার এবং সমস্ত ভক্তিমার্গে সর্ব্বশাস্ত্রেই কীর্ত্তনের সর্ব্বোৎকর্ষও প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'শ্রুতিসকল তপস্যাচরণপূর্ব্বক প্রেমপূর্ণ হইয়া ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের এই উক্তিতে অনুগম্যমানা শ্রুতিসকলেরও প্রেমাবির্ভাবের প্রতি তপস্যার কারণত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে। আর এই কলিযুগে তপস্যান্তরের নিন্দা শ্রবণ-হেতু "মদর্থক যে ব্রত, তাহাই তপস্যা" ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তি দৃষ্ট হইতেছে

বগমাৎ কলাবস্মিন্ তপোঽন্তরস্ত বিগীতত্বাৎ 'মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ' ইতি ভগবদুক্তেরেকাদশীজন্মাষ্টম্যাদিব্রতানি তপোরূপাণি ইতি নিমিত্তকারণানি নৈমিত্তিককৃত্যানি অকরণে প্রত্যবায়শ্রবণান্নিত্যানি। তত্রৈবৈকাদশীব্রতস্যান্বয়ে "গোবিন্দস্মরণং নৃণাং যদেকাদশ্যুপোষণম্" ইতি স্মৃতেরুপাদানকারণস্মরণস্য লাভাদংশেন ভাবসম্বন্ধিত্বমপি, ব্যতিরেকে তু "মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা" ইত্যাদি স্কান্দাদিবচনেভ্যো গুরুহন্তৃত্বাদিশ্রবণান্নামাপরাধলাভঃ, "ব্রহ্মঘ্নস্য সুরাপস্য স্তেয়িনো গুরুতল্পিনঃ" ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তেরনপায়িপাপবিশেষলাভশ্চ, ইতি নিন্দাশ্রবণাদত্যাবশ্যককৃত্যত্বম্। কিং বহুনা, "পরমাপদমাপন্নে হর্ষে বা

বলিয়া একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি তপস্যারূপ ব্রতাদিই নিমিত্ত কারণ। এই নৈমিত্তিক কৃত্যাদি অকরণে প্রত্যবায় শ্রবণহেতু নিত্যকৃত্য মধ্যে পরিগণিত। ঐ সকল শাস্ত্রে একাদশীব্রতের বিধিপক্ষে "একাদশীতে উপবাস করিলে গোবিন্দস্মরণ সিদ্ধ হয়" এইরূপ স্মৃতিবাক্যে (উপাদান কারণ স্মরণসিদ্ধিহেতু ভাব-সম্বন্ধীত্ব প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। আবার নিষেধপক্ষে "যিনি একাদশীতে ভোজন করেন, তিনি মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী, গুরুঘাতী এবং বিষ্ণুলোকচ্যুত হইয়া থাকেন।" এই প্রকার স্কন্দপুরাণবাক্যে একাদশী ব্রতের অকরণে গুরুঘাতী প্রভৃতি পাপ শ্রবণহেতু নামাপরাধ দেখা যাইতেছে। ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপায়ী, তস্কর ও গুরুতল্পগামীর শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা নিস্কৃতির ব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু একাদশীতে অন্নভোজীর নিষ্কৃতির ব্যবস্থা নাই।" ইত্যাদি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের বচনে অবিনশ্বর পাপবিশেষের লাভে একাদশীর

সমুপস্থিতে। নৈকাদশীং ত্যজেদ্‌যস্তু যস্য দীক্ষাস্তি বৈষ্ণবী। সমাত্মা সর্ব্বজীবেষু নিজাচারাদবিপ্লুতঃ। বিষ্ণ্বর্পিতাখিলাচারঃ স হি বৈষ্ণব উচ্যতে॥" ইতি স্কান্দবাক্যাভ্যামেকাদশীব্রতস্য বৈষ্ণবলক্ষণত্বমেব নির্দ্দিষ্টম্। কিঞ্চ বৈষ্ণবানাং ভগবদনিবেদিত-ভোজননিষেধাৎ, "বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ" ইত্যর্থ ভগবন্নিবেদিতান্নস্যৈব ভোজননিষেধোঽবগম্যতে। কাৰ্ত্তিকব্রতস্য চ তপোঽংশেন নিমিত্তত্বং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদ্যংশেন উপাদানত্বমপি। শ্রীরূপগোস্বামিচরণানামসকৃদুক্তৌ কাৰ্ত্তিকদেব-

---

অত্যাবশ্যকত্ব প্রমাণিত হইতেছে। অর্থাৎ তাদৃশ নৈমিত্তিক কৃত্যের অকরণে নিন্দাশ্রবণহেতু অত্যাবশ্যক কৃত্য বলিয়া নিত্যকৃত্য মধ্যে পরিগণিত। আর অধিক কি বলা যাইবে। 'পরম আপদ বা পরম আনন্দ উপস্থিত হইলেও যিনি একাদশীব্রত পরিত্যাগ করেন না, তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। আর যাঁহার সমস্ত কর্ম্ম বিষ্ণুতে অর্পিত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বজীবে সমভাবাপন্ন আচারবান— তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া উক্ত হন।" এই দুইটি স্কন্দপুরাণের বচনদ্বারা একাদশীব্রত পালনই বৈষ্ণবের স্বরূপলক্ষণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবৎ-অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন বৈষ্ণবের পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়ায় "বৈষ্ণব যদি প্রমাদবশতঃ একাদশীতিথিতে ভোজন করেন" এই বাক্যে ভগবদ্ নিবেদিত মহাপ্রসাদান্ন ভোজনই নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে। যেহেতু অন্যভোজন তাঁহাদের সম্বন্ধে নিত্যকালই নিষিদ্ধ রহিয়াছে।

কার্ত্তিকব্রত তপস্যাংশে নিমিত্ত কারণ এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি

তেতি কাত্তিকদেবীত্যুর্জ্জদেবীতি উর্জ্জেশ্বরীতি শ্রবণাদ্বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী প্রাপকত্বমবগম্যতে। "অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু" ইতি স্মৃতেঃ ক্রমেণ শ্রীভাগবতশ্রবণাদের্নিত্যকৃত্যত্ব-মুক্তম্। "কথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাম্" ইত্যনন্তরং "যস্তূত্তম-শ্লোকগুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তে নিত্যমমঙ্গলঘ্নঃ তমেব নিত্যং শৃণুয়াদ-ভীক্ষ্ণং কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ।" ইতি দ্বাদশোক্তে দর্শম-স্কন্ধসম্বন্ধিস্বপ্রেষ্ঠশ্রীকৃষ্ণ-চরিতশ্রবণাদের্যথাযোগ্যং নিত্যকৃত্যত্বম্ অভীক্ষ্ণকৃত্যত্বং ভাবসম্বন্ধিত্বঞ্চ। নির্ম্মাল্যতুলসীগন্ধচন্দনমালা-বসনাদিধারণানি ভাবসম্বন্ধীনি। তুলসীকাষ্ঠমালাগোপীচন্দনাদি-

---

অংশে উপাদান-কারণ। শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ বহুস্থলেই শ্রীরাধিকাকে কার্ত্তিকদেবী, উর্জ্জদেবী উর্জ্জেশ্বরী প্রভৃতি নামে অভিহিত করায় কার্ত্তিক-ব্রতের বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীপ্রাপকত্ব অবগত হওয়া যায়। "অম্বরীষ, শুকপ্রোক্ত শ্রীভাগবত নিত্য শ্রবণ কর" এইপ্রকার স্মৃতির বচনে শ্রীভাগবত শ্রবণাদি নিত্যকৃত্য বলিয়া উক্ত হইতেছেন। "তোমার নিকট আমি মহোত্তমদিগের এই সকল কথা কীর্ত্তন করিলাম" অনন্তর "যাহাতে উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের গুণানুবাদ কীর্ত্তিত, যাহা নিত্য অমঙ্গলনাশক,শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধাভক্তি লাভ করিতে অভিলাষী ব্যক্তি তাহাই নিরন্তর শ্রবণ করিবেন।" এই দ্বাদশ স্কন্ধের উক্তিতে দশমস্কন্ধ সম্বন্ধীয় নিজ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র শ্রবণাদির যথাযোগ্য নিত্যকৃত্যত্ব, অভীক্ষ্ণ কৃত্যত্ব ও ভাব-সম্বন্ধীত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

নিবেদিত-তুলসী-গন্ধ-চন্দন-মালা-বসনাদিধারণ ভাবসম্বন্ধী। তুলসীকাষ্ঠের মালা, গোপীচন্দনাদিকৃত তিলক, নামমুদ্রা ও

তিলক-নামমুদ্রা-চরণচিহ্নাদিধারণানি বৈষ্ণবচিহ্নান্যনুকুলানি। তুলসীসেবনপরিক্রমণপ্রণামাদীন্যপ্যনুকূলানি। গবাশ্বত্থধাত্রী-ব্রাহ্মণাদিসম্মানানি তদ্ভাবাবিরুদ্ধানি উপকারকাণি। বৈষ্ণবসেবা তূক্ত সমস্তলক্ষণবতী জ্ঞেয়া। উক্তান্যেতানি সর্ব্বাণি কর্ত্তব্যানি। যথৈব পোষ্যাৎ কৃষ্ণাদপি সকাশাৎ তৎপোষকেষ্বাবর্ত্তিতদুগ্ধ-দধিনবনীতাদিষু ব্রজেশ্বর্য্যা অধিকৈবাপেক্ষা, শ্রীকৃষ্ণং স্বস্তন্য-পয়ঃ পিবন্তং বুভুক্ষুমপ্যপহায় তদীয়দুগ্ধোত্তারণার্থং গতত্বাৎ। তথৈব রাগবর্ত্মানুগমনরসাভিজ্ঞভক্তানাং পোষ্যেভ্যঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিভ্যোঽপি তৎপোষকেষ্বেতেষু সর্ব্বেষু পরমৈবাপেক্ষণং নৈবানুচিতম্। অহংগ্রহোপাসনান্যাসমুদ্রা-দ্বারকাধ্যানমহিষ্যর্চ্চনাদীন্যপকারকাণি ন কর্ত্তব্যানি। পুরাণা-ন্তরকথাশ্রবণাদীনি তটস্থানি। অত্র ভক্তেঃ সচ্চিদানন্দরূপত্বা-

---

চরণচিহ্নাদি (বৈষ্ণবচিহ্ন) ধারণ ভাবানুকূল।

গো, অশ্বত্থ ও ধাত্রীসেবা, ব্রাহ্মণাদি-সম্মাননা প্রভৃতি ভাবের অবিরুদ্ধ বলিয়া এই অঙ্গগুলি উপকারক।

বৈষ্ণবসেবা উক্ত সমস্ত লক্ষণবিশিষ্ট জানিতে হইবে। উক্ত সমস্তই কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। যেমন পোষ্য শ্রীকৃষ্ণ হইতেও তৎপোষক আবর্ত্তিত দুগ্ধ-দধি-নবনীতাদিতে ব্রজেশ্বরীর অধিক অপেক্ষা দেখা যায়, যেহেতু তিনি স্তন্যপানরত শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষুধিত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া তদীয় দুগ্ধ উত্তরণার্থ গমন করিয়াছিলেন। তদ্রূপ রাগমার্গানুগামী রসাভিজ্ঞ ভক্তগণের সম্বন্ধে পোষ্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি হইতে তৎপোষক উক্ত অঙ্গ সকলে পরমাপেক্ষা অনুচিত নহে।

ন্নির্ব্বিকারত্বেঽপি যদুপাদানত্বাদিকং তৎ খলু দুর্ব্বিতর্ক্যত্বাদে ভক্তিশাস্ত্রেষু "তত্র প্রেমবিলাসাঃ স্যু র্ভাবাঃ স্নেহাদয়স্তু ষট্" ইত্যাদিষু বিলাসশব্দেন ব্যঞ্জিতং, যথা রসশাস্ত্রে বিভাবাদিশব্দেন, অত্র খলু সুখবোধার্থমেব উপাদানাদিশব্দ এব প্রযুক্ত ইতি ক্ষন্তব্যং সদ্ভিঃ ॥১৪॥

দ্বিতীয়ঃ প্রকাশঃ

নন্থু "ন হানিং ন গ্লানিং ন নিজগৃহকৃত্যং ব্যসনিতাং, ন ঘোরং নোদ্ঘূর্ণাং ন কিল কদনং বেত্তি কিমপি। বরাঙ্গীভিঃ স্বাঙ্গীকৃত-

---

অহংগ্রহোপাসনা, ন্যাস, মুদ্রা, দ্বারকাধ্যান ও মহিষীবর্গের অর্চ্চনাদি অপকারক বলিয়া অকর্ত্তব্য।

পুরাণান্তরের কথা শ্রবণাদি তটস্থ।

সচ্চিদানন্দরূপা এই ভক্তির নির্ব্বিকারত্বেও যে উহাকে উপাদানরূপা প্রভৃতি বলা হইয়াছে, তাহা কেবল দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের সুখবোধার্থ। ভক্তিশাস্ত্রে যেমন "স্নেহাদি ছয়টী ভাবকে প্রেমের বিলাস" বলা হইয়াছে। রসশাস্ত্রে যেমন রসকে 'বিভাবাদি' শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এস্থলেও তদ্রূপ সুখবোধের নিমিত্ত ভক্তিতে উপাদানাদি-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সাধুগণ ক্ষমা করিবেন। ১৪।

"যাঁহারা অনঙ্গকে নিজ সুহৃদ্ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাদৃশ ব্রজসুন্দরীগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীহরি

সুহৃদনঙ্গাভিরভিতো, হরির্বৃন্দারণ্যে পরমনিশমুচ্চৈর্বিহরতি ॥”
ইত্যাদিভ্য এব শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যাদিপ্রেমবিলাসমুগ্ধস্ত শ্রীব্রজেন্দ্র-সূনো র্ন ক্বাপি অন্যত্রাবধানসম্ভব ইত্যবসীয়তে। তথা সতি নানাদিগ্‌দেশবর্ত্তিভিরনন্তরাগানুগীয়ভক্তৈঃ ক্রিয়মাণং পরিচর্য্যা-দিকং কেন স্বীকর্ত্তব্যম্? বিজ্ঞপ্তিস্তবপাঠাদিকঞ্চ কেন শ্রোতব্যম্? তদংশেন পরমাত্মনৈবাংশাংশিনোরৈক্যাদিতিচেৎ সমাধিরয়ং সম্যগাধিরেব তাদৃশকৃষ্ণানুরাগিভক্তানাম্। তর্হি কা গতিঃ?— সাক্ষাৎ শ্রীমদুদ্ধবোক্তিরেব। সা চ যথা—“মন্ত্রেষু মাং বা উপহূয় যত্ত্বমকুণ্ঠিতাখণ্ডসদাত্মবোধঃ। পৃচ্ছেঃ প্রভো মুগ্ধ ইবা-

---

সদাই বিহার করিতেছেন। তিনি এই বিহারে এতই মুগ্ধ যে, নিজ হানি, গ্লানি, গৃহকৃত্য, দুঃখ, ভয়, সম্ভ্রম বা লোকগঞ্জনাদি কিছুই জানেন না।’ এই শ্লোকে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকা প্রভৃতির প্রেমবিলাসে মুগ্ধ শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের অন্য কোন বিষয়ে অবধান অসম্ভব—ইহা বুঝা যাইতেছে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমমুগ্ধতাই যদি স্থির হইল, তবে নানাদিগ্‌দেশীয় অনন্ত রাগানুগা ভক্তগণের ক্রিয়মাণ পরিচর্যাদি কে স্বীকার করিবেন? বিজ্ঞপ্তি, স্তবপাঠাদি কে শ্রবণ করিবেন? যদি বল, তদীয় অংশ পরমাত্মা দ্বারাই ভক্তের পরিচর্য্যাদি স্বীকার ও স্তবপাঠাদি শ্রবণ করেন। যেহেতু অংশ ও অংশীর ঐক্য শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ; এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। এরূপ ভক্তিসমাধি তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণানুরাগী ভক্তগণের পক্ষে সম্যক ব্যাধির মধ্যেই গণ্য হইতেছে। তাহা হইলে তাহার গতি কি? সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ উদ্ধবমহাশয়ের উক্তিই তাহার গতি। ঐ উক্তি যথা,— ‘হে প্রভো! তুমি সদা অকুণ্ঠিত অখণ্ড আত্মবোধস্বরূপ ও অপ্রমত্ত

প্রমত্তস্তন্মে মনো মোহয়তীব দেব ॥" অস্যার্থঃ—মন্ত্রেষু জরাসন্ধ-বধ-রাজসূয়ান্তর্থগমনবিচারাদিষু প্রস্তুতেষু মাং বৈ নিশ্চিতম্ উপহূয় যৎ পৃচ্ছেঃ উদ্ধব ত্বমত্র কিং কর্ত্তব্যং তদ্ ব্রূহি ইতি পৃচ্ছেঃ অপৃচ্ছঃ অকুণ্ঠিতঃ কালাদিনা অখণ্ডঃ পরিপূর্ণঃ সদা সার্ব্বদিক এব আত্মনো বোধঃ সম্বিচ্ছক্তি র্যস্য স মুগ্ধ ইব যথা অন্যো মুগ্ধো জনঃ পৃচ্ছতি তথেত্যর্থঃ; তত্তব যুগপদেব মৌগ্ধ্যং সার্ব্বজ্ঞ্যঞ্চ মোহয়তীব মোহয়ত্যেব। অত্র মুগ্ধ ইব, ত্বং ন তু মুগ্ধ ইতি। মোহয়তীব ন তু মোহয়তি ইতি ব্যাখ্যায়াং সঙ্গত্যভাবাৎ। অসঙ্গতেষু কর্ম্মাণ্যহীনস্য ভবোহভবস্যেত্যাদি বাক্যেষু মধ্যে এতদ্বাক্যস্যোপন্যাসো ব্যর্থঃ স্যাদিত্যত স্তথা ন ব্যাখ্যেয়ম্। ততশ্চ দ্বারকালীলায়াং সত্যপি সার্ব্বজ্ঞ্যে যথা মৌগ্ধ্যং তথৈব বৃন্দাবন-

---

হইয়াও মুগ্ধের মত ব্যবহার কর, তাহাতে আমার মন মোহপ্রাপ্ত হইতেছে।' ইহার বিশদ ব্যাখ্যা—তুমি সদাই অপ্রমত্ত এবং সম্বিৎ-শক্তির দ্বারা পরিপূর্ণ, কালাদির দ্বারা অকুণ্ঠিত হইয়াও জরাসন্ধবধ ও রাজসূয়যজ্ঞের বিচারাদি সময়ে মুগ্ধের ন্যায় আমাকে মন্ত্রণার নিমিত্ত আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা কর 'হে উদ্ধব! এক্ষেত্রে আমার কর্ত্তব্য কি? তাহা বল" ইত্যাদি প্রশ্নে মুগ্ধবৎ ব্যবহার কর। তোমার যুগপৎ এই মৌগ্ধ্য ও সার্ব্বজ্ঞ্য আমাকে অতীব মোহিত করিতেছে।" এস্থলে 'তুমি মুগ্ধ না হইয়াও মুগ্ধের ন্যায়,' এরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত। কেহ কেহ বলেন, "মোহিত করিতেছে না, পরন্তু মোহিতের ন্যায় করিতেছে।" এই ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। এই ব্যাখ্যা সঙ্গত হইলে 'কর্ম্মরহিতের কর্ম্ম এবং জন্মরহিতের জন্ম' ইত্যাদি বাক্যের মধ্যে উক্ত বাক্যের উপন্যাস

লীলায়ামপি সত্যপি মৌগ্ধ্যে সার্ব্বজ্ঞ্যং তস্যাচিন্ত্যশক্তিসিদ্ধমেব মন্তব্যম্। অতএব বর্ণিতং শ্রীলীলাশুকচরণৈঃ "সর্ব্বজ্ঞত্বে চ মৌগ্ধ্যে চ সার্ব্বভৌমমিদং মহ" ইতি ॥১॥

অত্র সর্ব্বজ্ঞত্বং মহৈশ্বর্য্যমেব ন তু মাধুর্য্যং ; মাধুর্য্যং খলু তদেব যদৈশ্বর্য্যবিনাভূতকেবলনরলীলত্বেন মৌগ্ধ্যমিতি স্থূলধিয়ো ব্রুবতে ।২।।

মাধুর্য্যাদিকং নিরূপ্যতে। মহৈশ্বর্য্যস্য দ্যোতনে বাদ্যোতনে চ নরলীলত্বানতিক্রমো মাধুর্য্যম্। যথা—পূতনাপ্রাণহারিত্বেঽপি স্তনচূষণলক্ষণনরবাললীলত্বমেব মহাকঠোর-শকটস্ফোটনেঽপ্যতি-

---

ব্যর্থ হইয়া যায় ; সুতরাং এরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে না। এই নিমিত্ত দ্বারকালীলায় সার্ব্বজ্ঞ্য সত্ত্বেও যেমন মুগ্ধতা স্বীকার করিতে হয়, তদ্রূপ বৃন্দাবনলীলায়ও মৌগ্ধ্য সত্ত্বেও সার্ব্বজ্ঞ্য স্বীকার করিতে হয়। আর এইরূপ যুগপৎ মৌগ্ধ্য ও সার্ব্বজ্ঞ্য শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তিসিদ্ধ বলিয়াই মন্তব্য করিতে হয়। এই কারণেই শ্রীলীলাশুক বলিয়াছেন—"শ্রীভগবানের সকল লীলাতেই যখন সার্ব্বজ্ঞ্য ও মৌগ্ধ্য যুগপৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন ইহা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিসিদ্ধ বলিয়া সর্ব্বত্রই স্বীকার করিতে হইবে।১।

এস্থলে সর্ব্বজ্ঞত্বে মহৈশ্বর্য্য—মাধুর্য্য নহে ; সেই স্থলেই মাধুর্য্য, যেস্থলে ঐশ্বর্য্য বিনা নরলীলত্বে কেবল মুগ্ধতা—ইহা স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিরাই বলে ।২।

মাধুর্য্যাদি নিরূপিত হইতেছে। মহৈশ্বর্য্যের প্রকাশে বা অপ্রকাশে নরলীলার অনতিক্রমই মাধুর্য্য। যেমন পূতনার প্রাণহরণ-

সুকুমারচরণ-ত্রৈমাসিক্যোত্তানশায়িবাললীলত্বম্। মহাদীর্ঘদামাশক্যবন্ধত্বেঽপি মাতৃভীতিবৈক্লব্যম্। ব্রহ্ম-বলদেবাদিমোহনেঽপি সর্ব্বজ্ঞত্বেঽপি বৎসচারণলীলত্বম্। তথা ঐশ্বর্য্যসত্ত্ব এব তস্যাপ্যোতনে দধিপয়শ্চৌর্য্যং গোপস্ত্রীলাম্পট্যাদিকম্। ঐশ্বর্য্যরহিতকেবলনরলীলত্বেন মৌগ্ধ্যমেব মাধুর্য্যমিত্যুক্তেঃ ক্রীড়াচপলপ্রাকৃতনরবালকেম্বপি মৌগ্ধ্যং মাধুর্য্যমিতি তথা ন নির্ব্বাচ্যম্ ॥৩॥

ঐশ্বর্য্যন্তু নরলীলত্বস্যানপেক্ষিত্বত্বে সতি ঈশ্বরত্বাবিষ্কারঃ। যথা মাতাপিতরৌ প্রতি ঐশ্বর্য্যং দর্শয়িত্বা—"এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্ম স্মরণায় মে। নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্ত্যলিঙ্গেন জায়তে॥" ইত্যুক্তম্। যথা অর্জ্জুনং প্রতি "পশ্য মে রূপমৈশ্বরম্" ইত্যুক্ত্বা

কালেও স্তনচুষণলক্ষণ নরবালকলীলা। মহাকঠোর শকটভঞ্জনকালেও অতি সুকুমার চরণ উত্তানশায়ী ত্রৈমাসিক বাললীলা। মহাদীর্ঘ দামবন্ধনে অশক্য অবস্থাতেও মাতার ভয়ে বিকলতা। ব্রহ্মা ও বলদেবের মোহনে সর্ব্বজ্ঞত্বেও বৎসচারণলীলা। আবার ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও তাহার অপ্রকাশে দধি-দুগ্ধচৌর্য্য ও গোপস্ত্রী-লাম্পট্য প্রভৃতি। ঐশ্বর্য্যরহিত কেবল নরলীলার মুগ্ধতাকেই যদি মাধুর্য্য বলা হয়, তবে ক্রীড়া-চপল প্রাকৃত নরবালকের যে স্বভাবগত মুগ্ধতা, তাহাকে মাধুর্য্য বলিতে হয়; কিন্তু তাহা বলা যায় না। ৩।

নরলীলার অপেক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরভাবের আবিষ্কারই ঐশ্বর্য্য। যেমন বসুদেব ও দেবকীর প্রতি আবির্ভূত হইয়াই ঐশ্বর্য্য দর্শন করাইয়া—"আমার জন্ম স্মরণ করাইবার নিমিত্তই তোমাদিগকে এই চতুর্ভুজরূপ দর্শন করাইলাম, অন্যথা মনুষ্যদেহ দর্শনে

ঐশ্বর্য্যং দর্শিতম্। ব্রজেঽপি ব্রহ্মাণং প্রতি মঞ্জুমহিমদর্শনে পরঃসহস্রচতুর্ভুজত্বাদিকমপীতি ॥৪॥

অথ ভক্তনিষ্ঠমৈশ্বর্য্যজ্ঞানম্। † অতএব "যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ" ইত্যাদি বসুদেবোক্তেঃ "সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তম্" ইত্যর্জ্জুনোক্তেশ্চ ঈশ্বরোঽয়মিত্যনুসন্ধানেঽপি হৃৎকম্পজনকসম্ভ্রমগন্ধস্যানুদ্‌গমাৎ স্বীয়ভাবস্যাতিস্থৈর্য্যমেব যদুৎপাদয়তি তন্মাধুর্য্যজ্ঞানম্। যথা—"বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে, গীতবাদ্যবলিভিঃ পরিবব্রুঃ ॥" ইতি "বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ ॥" ইতি চ যুগলগীতোক্তেঃ, গোষ্ঠং প্রতি গবানয়ন-

মদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে না।'—এই কথা বলিলেন। যেমন, অর্জ্জুনের প্রতি 'আমার ঐশ্বরিক রূপ দর্শন কর।" ইহা বলিয়া ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করাইয়াছিলেন; ব্রজেও ব্রহ্মার নিকট আপন মঞ্জুমহিমা প্রদর্শনকালে সহস্র সহস্র মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ৪।

অনন্তর ভক্তনিষ্ঠ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান—'ইনি ঈশ্বর'— এই অনুসন্ধানের ফলে ভক্তের হৃৎকম্পজনিত সম্ভ্রমাদিহেতু স্বীয় ভাবের শৈথিল্য-সম্পাদক বুদ্ধির নামই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান। অতএব "তোমরা দুইজন আমাদিগের পুত্র নহ, পরন্তু সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষ ঈশ্বর।" —এইপ্রকার বসুদেবের উক্তি এবং "তুমি আমার সখামাত্র—এই বোধে,হঠসহকারে যাহা বলিয়াছি।" ইত্যাদি অর্জ্জুনের উক্তিই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের দৃষ্টান্ত। 'ইনি ঈশ্বর'—এইরূপ

† ঈশ্বরোঽয়মিত্যনুসন্ধানে সতি হৃৎকম্পজনকসম্ভ্রমেন স্বীয় ভাবস্যাতিশৈথিল্যং যৎ প্রতিপাদয়তি তদৈশ্বর্য্যজ্ঞানম্।

সময়ে ব্রহ্মেন্দ্রনারদাদিভিঃ কৃতস্য কৃষ্ণস্তুতিগীতবাদ্যপূজোপহার-প্রদানপূর্ব্বকচরণবন্দনস্য দৃষ্টত্বেঽপি শ্রীদামসুবলাদীনাং সখ্যভাব-স্যাশৈথিল্যম্। তস্য তস্য শ্রুতত্বেঽপি ব্রজাবলানাং মধুরভাব-স্যাশৈথিল্যম্। তথৈব ব্রজরাজকৃততদাশ্বাসনবাক্যৈর্ব্রজেশ্বর্য্যা অপি নাস্তি বাৎসল্যশৈথিল্যগন্ধোঽপি প্রত্যুত "ধন্যৈবাহং যস্যায়ং মম পুত্রঃ পরমেশ্বর" ইতি মনস্তুভিনন্দনে পুত্রভাবস্য দার্ঢ্যমেব। যথা প্রাকৃত্যা অপি মাতুঃ পুত্রস্য পৃথ্বীশ্বরত্বে সতি তৎপুত্রভাবঃ

অনুসন্ধান সত্ত্বেও হৃৎকম্পাদিজনিত সম্ভ্রমের লবলেশও উদিত না হইয়া বরং হৃদয়স্থিত স্বীয় ভাবের অতি স্থৈর্য্য-সম্পাদক বুদ্ধিবিশেষই মাধুর্য্যজ্ঞান। যেমন "গন্ধর্ব্বাদি উপদেবতারা গীত-বাদ্যাদি উপহার প্রদানে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন।" এবং "গোষ্ঠের পথে ব্রহ্মাদি বৃদ্ধসকল শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বন্দনা করেন।" যুগলগীতিকার এই উক্তি অনুসারে উত্তরগোষ্ঠের পথে অর্থাৎ গোচারণ করিয়া গোষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পথিমধ্যে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, নারদাদি দেবগণের স্তব শ্রবণে এবং গীত-ব্যাদ্যাদি সহকারে পূজো-পহার প্রদানপূর্ব্বক চরণবন্দনাদি দর্শনে শ্রীদাম-সুবলাদি সখাগণের সখ্যভাবের অশৈথিল্য। আবার ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়াও ব্রজবালাদের মধুরভাবের অশৈথিল্য দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ তাহাতে সম্ভ্রম বা আদরাতিশয়ও দৃষ্ট হইতেছে না। তদ্রূপ ব্রজরাজকৃত আশ্বাস-বাক্যে ব্রজেশ্বরীর বাৎসল্যভাবের শৈথিল্যের গন্ধও দেখা যায় না; প্রত্যুত 'আমি ধন্য! আমার পুত্র পরমেশ্বর।" এইরূপ মনের সন্তোষ হেতু পুত্রভাবের দৃঢ়তাই লক্ষিত হইতেছে। প্রাকৃত জগতেও দেখা যায়—পুত্র পৃথিবীশ্বর হইলে মাতার পুত্রভাব স্ফীত হইয়া উঠে। তদ্রূপ

স্ফীত এবাবভাতি। এবং 'ধন্যা এব বয়ং যেষাং সখা চ পরমেশ্বরঃ' ইতি যাসাং প্রেয়ান্ পরমেশ্বর ইতি সখানাং প্রেয়সীনাঞ্চ স্বস্বভাবদার্ঢ্যমেব জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ সংযোগে সতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানং ন সম্যগবভাসতে, সংযোগস্য শৈত্যাৎ চন্দ্রাতপতুল্যত্বাৎ, বিরহে ত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানং সম্যগবভাসতে বিরহস্যৌষ্ণ্যাৎ সূর্য্যাতপতুল্যত্বাৎ। তদপি হৃৎকম্পসম্ভ্রমাদরাদ্যভাবান্নৈশ্বর্য্যজ্ঞানম্। যদুক্তম্—"মৃগযুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্। বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্‌যস্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ" ইতি। অত্র ব্রজৌকসাং গোবর্দ্ধনধারণাৎ পূর্ব্বং কৃষ্ণ ঈশ্বর ইতি জ্ঞানং

মা-যশোদারও শ্রীকৃষ্ণে পুত্রভাব উল্লাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এইপ্রকার সখাগণ মনে করেন, 'আমরা ধন্য যে, আমাদের সখা পরমেশ্বর।' অতএব সখা ও প্রেয়সীগণের স্ব স্ব ভাব-দার্ঢ্যই বুঝিতে হইবে, আবার প্রেয়সীদের প্রেমের এমনই শক্তি যে, সংযোগকালে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান সম্যক প্রকাশিতই হয় না। যেহেতু সংযোগ চন্দ্রকিরণের ন্যায় শীতল; কিন্তু বিরহবাসরে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান সম্যক্ স্ফুরিত হয়। কারণ বিরহ সূর্য্যতাপের ন্যায় উষ্ণ; কিন্তু সেই অবস্থায়ও হৃৎকম্পজনিত সম্ভ্রম বা আদরাতিশয়ও দৃষ্ট হয় না, সুতরাং ঐশ্বর্য্যজ্ঞান স্বীকার করা যায় না। অতএব ব্রজবাসীগণই শুদ্ধ মাধুর্য্যজ্ঞানের দৃষ্টান্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধিকার উক্তি—"শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ করিয়া আমরা অতিশয় ভীত হইতেছি। তিনি এমন ক্রূর যে, রামাবতারে ব্যাধের ন্যায় কপিশ্রেষ্ঠ বালিকে বাণবিদ্ধ করেন, স্ত্রী-পরতন্ত্র

নাসীৎ। গোবর্দ্ধনধারণবরুণলোকগমনানন্তরং তু কৃষ্ণোঽয়ম্-ঈশ্বর এবেতি জ্ঞানেঽপ্যুক্তপ্রকারেণ শুদ্ধং মাধুর্য্যজ্ঞানমেব পূর্ণম্। বরুণবাক্যেনোদ্ধববাক্যেন চ সাক্ষাদীশ্বরজ্ঞানেঽপি "যুবাং ন নঃ সুতাবিতি বসুদেববাক্যবৎ ব্রজেশ্বরস্য "ন মে পুত্রঃ কৃষ্ণ" ইতি মনস্যপি মনাগপি নোক্তিঃ শ্রূয়তে ইতি তস্মাদ্ব্রজস্থানাং সর্ব্বথৈব শুদ্ধমেব মাধুর্য্যজ্ঞানং পূর্ণং পুরস্থানাং তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রং মাধুর্য্যজ্ঞানং পূর্ণম্ * ॥৫॥

হইয়া কামুকী স্বর্পনখাকে বিরূপা (নাসা-কর্ণছেদন) করেন, বামনাবতারে বলিরাজার পূজোপহার গ্রহণ করিয়া কাকের ন্যায় তাহাকে বেষ্টন অর্থাৎ বন্ধন করেন। অতএব সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের সখ্যে আমাদের প্রয়োজন কি? তবে যে তাঁহার কথা আলোচনা করি, সে কেবল দুস্ত্যজ্য বলিয়া অর্থাৎ আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিনা।" গোবর্দ্ধন ধারণের পূর্ব্বে এই ব্রজবাসীগণের শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরজ্ঞান হয় নাই। গোবর্দ্ধন ধারণ এবং বরুণলোকে গমনের পর তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি হইলেও ঐ বুদ্ধিকে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বলা যায় না। কারণ এই প্রকার জ্ঞানেও তাঁহাদের শুদ্ধ মাধুর্য্যজ্ঞান পূর্ণরূপেই ছিল। বরুণবাক্যে ও উদ্ধববাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে বসুদেব যেমন কৃষ্ণ ও বলরামকে বলিয়াছিলেন—'তোমরা আমাদের পুত্র নহ'। বসুদেবের বাক্যের ন্যায় ব্রজেশ্বর কখনও 'কৃষ্ণ আমার পুত্র নহে' এইরূপ মনেও ভাবেন নাই, মুখে বলা ত' বহু দূরের কথা। অতএব ব্রজবাসীগণের সর্ব্বপ্রকারে মাধুর্য্যজ্ঞান পূর্ণ ছিল। আর পুরবাসিগণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-

* জ্ঞানমপূর্ণমিতি পাঠান্তরম্।

নন্থ পুরে বসুদেবনন্দনঃ কৃষ্ণোঽয়মহমীশ্বর এব ইতি নর-লীলত্বেঽপি জানাত্যেব যথা তথৈব নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণঃ স্বমীশ্বরত্বেন ব্রজে জানাতি ন বা ? যদি জানাতি তদা দামবন্ধনাদি-লীলায়াং মাতৃভীতিহেতুকাশ্রুপাতাদিকং ন ঘটতে। তদাদিকমনুকরণ-মেবেতি ব্যাখ্যা তু মন্দমতীনামেব, নত্বভিজ্ঞভক্তানাম্। তথা ব্যাখ্যানস্যাভিজ্ঞসম্মতত্বে "গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম যাবদ্ যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসংভ্রমাক্ষম্। বক্ত্রং নিলীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি ॥" ইত্যুক্তবত্যাং

মিশ্র মাধুর্য্যজ্ঞান পূর্ণ ছিল বুঝিতে হইবে।৫।

(তাৎপর্য্য—শ্রীকৃষ্ণকে অতিশয় আনন্দ অনুভব করাইবার নিমিত্ত লীলাশক্তি ব্রজবাসীগণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আবরণ করিয়া রাখেন। আবার শ্রীকৃষ্ণও ব্রজবাসীগণকে মহামধুর লীলাসুখ অনুভব করাইবার নিমিত্ত মুগ্ধ গোপবালকের ন্যায় লীলা করিয়া থাকেন। কদাচিৎ অসুরাদির উৎপাতের সময় শ্রীকৃষ্ণের সার্ব্বজ্ঞ্যাদির স্ফুরণ হইলেও তাহা ব্রজবাসী-গণের প্রয়োজনানুরোধে লীলাশক্তিই উদ্ভাবিত করিয়া থাকেন। তাই ব্রজের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের নাম, ধাম, পরিকর, লীলা প্রভৃতি সবই মধুর, মধুর হইতেও সুমধুর। ৫।)

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, দ্বারকাপুরে বাসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নরলীলা করিয়াও আপনাকে যেমন ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন, তদ্রূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন কি না ? যদি জানিতেন বলা হয়, তাহা হইলে দামবন্ধনলীলায় মাতার ভয়ে অশ্রুপাতাদি সম্ভব হয় না। আর সেই ভয়জনিত

কুন্ত্যাং মোহো নৈব বর্ণ্যেত। তথাহি ভীরপি যদ্বিভেতি ইত্যুক্ত্যৈব কুন্ত্যা অত্রৈশ্বর্য্যজ্ঞানং ব্যক্তীভূতং ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য ইত্যন্তর্ভয়স্য চ তয়া সত্যত্বমেবাভিমতম্। অনুকরণমাত্রত্বে জ্ঞাতে তস্যা মোহো ন সম্ভবেদিতি জ্ঞেয়ম্। যদি চ স্বমীশ্বরত্বেম ন জানাতি তদা তস্য নিত্যজ্ঞানানন্দঘনস্য নিত্যজ্ঞানাবরণং কেন কৃতমিতি ?—অত্রোচ্যতে। যথা সংসারবন্ধে নিপাত্য দুঃখ·

অশ্রুপাতাদি অনুকরণ বলিয়া যে ব্যাখ্যা, তাহা মন্দমতি লোকেই করিয়া থাকে, অভিজ্ঞ ভক্তগণ কখনও ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন না। আর ঐ প্রকার ব্যাখ্যা যদি অভিজ্ঞ ভক্তের সম্মত হইত, তাহা হইলে "হে কৃষ্ণ! গোপী (যশোদা) যখন তোমাকে বন্ধন করিবার জন্য রজ্জু গ্রহণ করেন, তখন অপরাধীর মত তুমি রোদন করিয়াছিলে, তোমার লোচনদ্বয় ভয়ে ব্যাকুল এবং অশ্রুতে অঞ্জন বিধৌত হইয়াছিল। যে ভয় তোমা হইতে ভয় পায়,তুমি কি না তৎকালে সেই ভয়ের ভাবনায় ভীত হইয়া অধোবদন হইয়াছিলে, তোমার সেই অবস্থা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমাকে বিমোহিত করিতেছে।" কুন্তিদেবীর এই উক্তিতে মোহ বর্ণিত হইত না। 'যে ভয় তোমা হইতে ভয় পায়' এই বাক্যে কুন্তিদেবীর ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ব্যক্ত হইতেছে। আবার 'সেই ভয়ের ভাবনায় ভীত হইয়া" এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের আন্তরিক ভয় যে সত্য, তাহাও তাঁহার অভিমত বলিয়া বোধ হইতেছে। উহা যদি অনুকরণমাত্র হইত, তাহা হইলে কুন্তিদেবীর মোহের সম্ভাবনা থাকিত না। অতএব ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন না, ইহাই স্থির হইল। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ যদি ব্রজে

মেবানুভাবয়িতুং মায়াবৃত্তিরবিদ্যা জীবানাং জ্ঞানমাবৃণোতি, যথা চ মহামধুর-শ্রীকৃষ্ণলীলাসুখমনুভাবয়িতুং গুণাতীতানাং শ্রীকৃষ্ণ-পরিবারাণাং ব্রজেশ্বর্য্যাদীনাং জ্ঞানং চিচ্ছক্তিবৃত্তির্যোগমায়ৈবা-বৃণোতি, তথৈব শ্রীকৃষ্ণমানন্দস্বরূপমপ্যানন্দাতিশয়মনুভাবয়িতুং চিচ্ছক্তিসারবৃত্তিঃ প্রেমৈব তস্য জ্ঞানমাবৃণোতি। প্রেম্নস্তু তৎস্বরূপশক্তিত্বাৎ তেন তস্য ব্যাপ্তের্ন দোষঃ। যথা হ্যবিদ্যা স্ববৃত্ত্যা মমতয়া জীবং দুঃখয়িতুমেব বধ্নাতি ; যথা দণ্ডনীয়জনস্য গাত্রবন্ধনং রজ্জু-নিগড়াদিনা মাননীয়জনস্যাপি গাত্রবন্ধনমনর্ঘ-সুগন্ধসূক্ষ্মকঞ্চুকোষ্ণীযাদিনা ; ইত্যবিদ্যাধীনো জীবো দুঃখী,

---

আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন না, তবে সেই নিত্যজ্ঞানানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যজ্ঞান কে আবরণ করিল ? ইহার উত্তর—মায়াবৃত্তি অবিদ্যা যেমন জীবের জ্ঞান আবরণ করিয়া তাহাকে সংসারবন্ধনে নিপতিত করিয়া দুঃখ অনুভব করাইয়া থাকেন, আবার যেমন চিচ্ছক্তিবৃত্তি যোগমায়া মহামধুর শ্রীকৃষ্ণলীলাসুখ অনুভব করাইবার নিমিত্ত গুণাতীত শ্রীকৃষ্ণপরিবার ব্রজেশ্বরী প্রভৃতির জ্ঞান আবরণ করেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইলেও তাঁহাকে আনন্দাতিশয় অনুভব করাইবার নিমিত্ত ব্রজে তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান আবরণ করিয়া রাখেন। প্রেম তাঁহারই স্বরূপশক্তি বলিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার ব্যাপ্তি হইতে কোনও দোষ ঘটিতেছে না। অবিদ্যা যেমন স্ববৃত্ত মমতাপাশে জীবকে দুঃখ প্রদানের জন্য বন্ধন করেন, দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে যেমন গাত্রবন্ধন রজ্জু বা শৃঙ্খলাদি দ্বারা বন্ধন করেন এবং মাননীয় জনকে যেমন গাত্রবন্ধন সুগন্ধমাল্য ও মহামূল্য সূক্ষ্ম কঞ্চুক ও উষ্ণীষ দ্বারা বন্ধন করেন, এই

প্রেমাধীনঃ কৃষ্ণোঽতিসুখী। কৃষ্ণস্য প্রেমাবরণরূপঃ সুখবিশেষ-ভোগ এব মন্তব্যঃ, যথা ভৃঙ্গস্য কমলকোষাবরণরূপঃ। অতএবোক্তং 'নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসা'মিতি 'প্রণয়-রসনয়া ধৃতাঙ্‌ঘ্রিপদ্ম' ইতি চ। কিঞ্চ যথৈবাবিদ্যয়া স্বতারতম্যেন জ্ঞানাবরণতারতম্যাৎ জীবস্য পঞ্চবিধক্লেশ তারতম্যং বিধীয়তে, তথৈব প্রেম্নাপি স্বতারতম্যেন জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যাবরণতারতম্যাৎ স্ববিষয়াশ্রয়য়োরনন্তপ্রকারং সুখতারতম্যং বিধীয়তে ইতি। তত্র কেবলপ্রেমা শ্রীযশোদানিষ্ঠঃ স্ববিষয়াশ্রয়ৌ মমতারসনয়া নিবধ্য পরস্পরবশীভূতৌ বিধায় জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিকমাবৃত্য যথাধিকং

প্রকারে অবিদ্যাধীন জীবের দুঃখই দেখা যায়। প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণের তদ্রূপ প্রেমদ্বারা বন্ধন হয় বটে, কিন্তু তাঁহার এই বন্ধন অধিকতর সুখ-সম্পাদক বলিয়া ইহাতে দুঃখলেশও স্পর্শ করে না। শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেম-বন্ধন, তাহা ভ্রমরের কমলকোষ আবরণের মত সুখবিশেষ ভোগের নিমিত্তই হইয়া থাকে। এইজন্য শাস্ত্রে—'হে নাথ, তুমি ভক্তগণের হৃদয়কমল হইতে বহির্গত হও না।" ভক্ত প্রণয়রজ্জুদ্বারা তোমার চরণকমল বন্ধন করেন।" এই সকল উক্তি দেখা যায়। আরও অবিদ্যা যেমন নিজ তারতম্য অনুসারে জ্ঞানাবরণের তারতম্যহেতু জীবের পঞ্চবিধ ক্লেশের তারতম্য বিধান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ প্রেমও নিজ তারতম্যে জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি আবরণের তারতম্যহেতু স্ব-বিষয় শ্রীকৃষ্ণ এবং স্ব-আশ্রয় ব্রজবাসীগণের অনন্ত প্রকার সুখের তারতম্য বিধান করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে শ্রীযশোদাদিনিষ্ঠ কেবল (শুদ্ধ) প্রেম স্বীয় বিষয় ও আশ্রয়কে মমতারজ্জুতে বন্ধনপূর্ব্বক পরস্পরকে পরস্পরের বশীভূত

সুখয়তি ন তথা দেবক্যাদিনিষ্ঠো জ্ঞানৈশ্বর্য্যমিশ্র ইতি। তস্মাৎ তাসাং ব্রজেশ্বর্য্যাদীনাং সন্নিধৌ তদ্বাৎসল্যাদি-প্রেমমুগ্ধঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বমীশ্বরত্বেন নৈব জানাতি। যত্তু নানাদানব-দাবানলাদ্যুৎপাতা-গমকালে তস্য সার্ব্বজ্ঞ্যং দৃষ্টং, তৎ খলু তত্তৎপ্রেমিপরিজনপালন প্রয়োজনিকয়া লীলাশক্ত্যৈব স্ফোরিতং জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ মৌগ্ধ্য-সময়েঽপি তস্য সাধকভক্তপরিচর্য্যাদিগ্রহণে সার্ব্বজ্ঞ্যমচিন্ত্য-শক্তিসিদ্ধম্ ইতি প্রাক্ প্রতিপাদিতম্। তদেবং বিধিমার্গ-রাগ-মার্গয়োর্বিবেক ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যয়োর্ব্বিবেক ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মাধুর্য্যজ্ঞানয়ো-র্ব্বিবেকশ্চ দর্শিতঃ। স্বকীয়া-পরকীয়াত্বয়োর্ব্বিবেকস্তু উজ্জ্বলনীল-মণিব্যাখ্যায়াং বিস্তারিত এব। তত্র বিধিমার্গেণ রাধাকৃষ্ণয়ো-র্ভজনে মহাবৈকুণ্ঠস্থ গোলোকে খল্ববিবিক্ত-স্বকীয়া-পরকীয়াভাব-

করিয়া উভয়ের জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি আবরণে যেরূপ অধিকতর সুখ প্রদান করেন, দেবক্যাদিনিষ্ঠ জ্ঞানৈশ্বর্য্যমিশ্র প্রেম তদ্রূপ সুখ প্রদান করেন না। সেই ব্রজেশ্বরী প্রভৃতির সমীপে তাঁহাদের বাৎসল্যাদি প্রেমমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন না। তবে নানাবিধ দানব ও দাবানলাদির উৎপাতের সময় তাঁহার যে সর্ব্বজ্ঞতা দৃষ্ট হয়, তাহা তদীয় প্রেমিক ভক্তগণের পালন-প্রয়োজনে লীলাশক্তিই উদ্ভাবিত করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। আরও মুগ্ধতার সময়েও তাঁহার সাধকভক্ত-কৃত পরিচর্য্যাদি গ্রহণে সর্ব্বজ্ঞতা অচিন্ত্যশক্তিতেই সিদ্ধ হয়। ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপে বিধিমার্গ ও রাগমার্গের নির্ণয়, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের নির্ণয় এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ও মাধুর্য্যজ্ঞানের নির্ণয় করা হইল। স্বকীয়া ও পরকীয়াত্বের নিরূপণপ্রসঙ্গে উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের ব্যাখ্যায়

মৈশ্বর্য্যজ্ঞানং প্রাপ্নোতি। মধুরভাবলোভিত্বে সতি বিধিমার্গেণ ভজনে দ্বারকায়াং শ্রীরাধা-সত্যভাময়োরৈক্যাৎ সত্যভামাপরিকরত্বেন স্বকীয়াত্বাবমৈশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রমাধুর্য্যজ্ঞানং প্রাপ্নোতি। রাগমার্গেণ ভজনে ব্রজভুমৌ শ্রীরাধাপরিকরত্বেন পরকীয়া-ভাবং শুদ্ধমাধুর্য্যজ্ঞানং প্রাপ্নোতি। যদ্যপি শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণস্য স্বরূপ-ভূতা হ্লাদিনীশক্তিঃ তস্যা অপি শ্রীকৃষ্ণঃ স্বীয় এব, তদপি তয়োর্লীলাসহিতয়োরেবোপাস্যত্বং, ন তু লীলারহিতয়োঃ, লীলায়ান্তু তয়ো ব্রজভূমৌ ক্বাপ্যার্ষশাস্ত্রে দাম্পত্যং ন প্রতিপাদিতমিতি। শ্রীরাধা হি প্রকটাপ্রকটপ্রকাশয়োঃ পরকীয়ৈব ইতি সর্ব্বার্থনিষ্কর্ষসঙ্ক্ষেপঃ ॥৬॥

বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এস্থলে বক্তব্য এই যে, বিধিমার্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-ভজনে মহাবৈকুণ্ঠস্থ গোলোকে অবিবিক্ত স্বকীয়া-পরকীয়াভাববিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাপ্তি হয়। আবার মধুরভাবে লোভ থাকা সত্ত্বেও যদি বিধিমার্গে ভজন করা হয়, তবে দ্বারকায় শ্রীরাধা ও সত্যভামার ঐক্যহেতু শ্রীসত্যভামার পরিকররূপে স্বকীয়ভাবে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্রা মাধুর্য্যজ্ঞান প্রাপ্তি হয়। আর যদি কেবল রাগমার্গে ভজন করা হয়, তাহা হইলে ব্রজভূমিতে শ্রীরাধা-পরিকররূপে শুদ্ধ মাধুর্য্যজ্ঞান প্রাপ্তি হয়। যদিও শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা হ্লাদিনীশক্তি, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজ পতি; তথাপি তাঁহারা লীলাবিশিষ্ট অবস্থায় উপাস্য, লীলারহিত অবস্থায় (ধারণার অতীত বলিয়া) উপাস্য নহে। আর লীলাবিশিষ্ট অবস্থায় ব্রজভূমিতে কোন ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রেই তাঁহাদের দাম্পত্য প্রতিপাদিত হয় নাই, সুতরাং শ্রীরাধা প্রকট ও অপ্রকট

প্রকাশে নিশ্চয়ই পরকীয়া। এ বিষয়ে সংক্ষেপে সর্ব্বশাস্ত্রার্থের নিষ্কর্ষ সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইল।

(তাৎপর্য্য—যাঁহারা বিবাহবিধি অনুসারে প্রাপ্ত এবং পতির আদেশ পালনে তৎপরা, তাঁহারা স্বকীয়া। দ্বারকায় মহিষীবর্গ স্বকীয়া এবং ইঁহাদের অনুগতা নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা দাসীগণ স্বীয়াজাতীয়া-ভাবে স্বকীয়া। ব্রজে কন্যকাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণে পতিভাব পোষণ করিতেন, তাঁহারাও পতিভাব নিবন্ধন প্রচ্ছন্ন স্বকীয়ামধ্যে গণ্য। শ্রীরাধাপ্রেমের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য মহিষীবর্গের স্বকীয়া প্রেমের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ স্বকীয়াভাবের বর্ণনায় ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া পরে পরকীয়াভাবে মাধুর্য্যের রাজ্যে অগ্রসর হইয়াছেন।

ব্রজসুন্দরীগণ যে বিপ্রাগ্নি সাক্ষী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন, কোন আর্যশাস্ত্রে তাহা শুনা যায় না। তাঁহাদের অতুলনীয় পরকীয়াভাবের কারণ এই যে, তাঁহারা স্বজন ও আর্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে একান্ত অনুরাগিনী। শ্রীগোপীজন-বল্লভের দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অর্থও পরকীয়াভাবময়। সাধকগণ ধ্যানের পরিপাকদশায় প্রকটলীলার উপপতিত্ব-ভাবময় ব্রজসুন্দরীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণলীলাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অপ্রকট-লীলা অভিমানমূলক, প্রকটলীলা অনুষ্ঠানমূলক। এই অনুষ্ঠানমূলক প্রকটলীলাই সাধকের ধ্যানের বস্তু। বহু জন্মার্জ্জিত ভাগ্যবলে কাহারও হৃদয়ে এই লীলার উদয় ঘটিলে "কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন" হইলেও একদিন না একদিন মিলন ঘটিবেই, ইহা ধ্রুব সত্য— এই বিশ্বাসে ভজন করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের কৃপায় সিদ্ধিলাভ হইবে।

শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিভূতা হ্লাদিনীশক্তি, তাহাতে

অথ রাগানুগাভক্তিমজ্জনস্যানর্থনিবৃত্তিনিষ্ঠারুচ্যাসক্ত্যনন্তরং প্রেমভূমিকারূঢ়স্য সাক্ষাৎস্বাভীষ্টপ্রাপ্তিপ্রকারঃ প্রদর্শ্যতে। যথোজ্জ্বলনীলমণৌ "তদ্ভাববদ্ধরাগা যে জনাস্তে সাধনে রতাঃ। তদ্‌যোগ্যমনুরাগৌঘং প্রাপ্যোৎকণ্ঠানুসারতঃ। তা এব শোহথবা

কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু বক্তব্য এই যে, লীলাবিশিষ্ট শ্রীরাধাকৃষ্ণই আমাদের উপাস্য। লীলাবিরহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ আমাদের ধারণার ও উপাসনার অতীত। ভজনের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, অনুরাগিনী মহাভাবময়ী ব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ অচিন্ত্য অনুরাগময়। এই সম্বন্ধ স্থাপনে তাঁহাদিগকে স্বজন-আর্য্যপথ লোক-বেদধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু এই ত্যাগও তাঁহাদের পক্ষে পরম সুখকর বোধ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অনুরাগের শ্রেমোৎকর্ষের আর দৃষ্টান্ত কোথায়? তাঁহাদের স্বরূপস্বভাবতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ স্বতঃই উন্মেষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের রূপ না দেখিয়া, গুণ না শুনিয়াই কৃষ্ণে এই অনুরাগের উদ্রেক ও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি ঘটে। যাহার প্রভাবে জাগতিক ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বতঃই ত্যাগ হইয়া যায়। স্বকীয়া বা দাম্পত্যভাবে আগে সম্বন্ধ, পরে সেবা; কিন্তু পরকীয়া বা গোপীভাবে আগে সেবা, পরে সম্বন্ধ। এই জন্যই গোপীভাবে মাদনাখ্য মহাভাবের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। অতএব লীলার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে পরকীয়া ভাবেরই উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হয়। ৬।)

অনন্তর রাগানুগা ভক্তিমানজনের অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তির পর প্রেমভূমিকা আরূঢ় অবস্থায় যেরূপে সাক্ষাৎ নিজ অভীষ্ট প্রাপ্তি হয়, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়—

বিত্রা: কালে কালে ব্রজেঽভবন্” ইতি ॥ অনুরাগৌঘং রাগানুগাভজনৌৎকণ্ঠ্যং নত্বনুরাগস্থায়িনং সাধকদেহেঽনুরাগোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ব্রজেঽভবন্নিতি অবতারসময়ে নিত্যপ্রিয়াস্তা যথা আবির্ভবন্তি তথৈব গোপিকাগর্ভে সাধনসিদ্ধা অপি আবির্ভবন্তি। ততশ্চ নিত্যসিদ্ধাদিগোপীনাং মহাভাববতীনাং সঙ্গমহিম্না দর্শনশ্রবণকীর্ত্তনাদিভিঃ স্নেহমানপ্রণয়রাগানুরাগমহাভাবা অপি তত্র গোপিকাদেহে উৎপদ্যন্তে। পূর্ব্বজন্মনি সাধকদেহে তেষাং উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। অতএব ব্রজে কৃষ্ণ-প্রেয়সীনামসাধারণানি লক্ষণানি। যদুক্তম্—‘গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দদর্শনে। ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবদিতি।’ ‘ত্রুটি যুগায়তে

‘যাঁহারা ব্রজভাবে বদ্ধরাগ হইয়া সাধনে রত হন, তাঁহারা তদ্‌যোগ্য অনুরাগৌঘ প্রাপ্ত হইয়া উৎকণ্ঠা অনুসারে একাকী বা দুই তিন জন মিলিয়া সময়ে সময়ে ব্রজে জন্মলাভ করেন।’, এস্থলে ‘অনুরাগৌঘ’ বলিতে রাগানুগা ভজনে অনুরাগ; কিন্তু স্থায়ীভাবরূপ অনুরাগ নহে। কারণ সাধকদেহে অনুরাগ উৎপত্তি অসম্ভব। ‘ব্রজেঽভবন্’ বলিতে শ্রীকৃষ্ণের অবতারকালে নিত্যসিদ্ধা প্রেয়সীগণ যেরূপ গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভূত হন,সেইপ্রকার সাধনসিদ্ধাগণও গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভূত হন। পরে নিত্যসিদ্ধাদি মহাভাববতী গোপীগণের সঙ্গমহিমায় দর্শন, শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব পর্য্যন্ত সেই গোপীদেহে উদয় হয়। পূর্ব্বজন্মে সাধকদেহে ঐ ভাব সকলের উৎপত্তি অসম্ভব। এইপ্রকারে ব্রজের শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের অসাধারণ লক্ষণ বুঝিতে হইবে। এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে বলেন—” গোপী-

স্থামপশ্যতা'মিত্যাদি চ ক্ষণস্য যুগশতায়মানত্বং মহাভাবলক্ষণম্। ননু প্রেমভূমিকাধিরূঢ়স্য সাধকস্য দেহভঙ্গে সত্যেবাপ্রকট প্রকাশে গোপীগর্ভাজ্জন্মনা বিনা এব গোপিকাদেহপ্রাপ্তৌ সত্যাং তত্রৈব নিত্যসিদ্ধগোপিকাসঙ্গোদ্ভূতানাং স্নেহাদীনাং ভাবানাং প্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যেবং কিং ন ক্রূষে? নৈবম্। গোপীগর্ভাজ্জন্মনা বিনা ইয়ং সখী কস্যাঃ পুত্রী কস্য বধূঃ কস্য স্ত্রী ইত্যাদি নরলীলতাব্যবহারো ন সিধ্যেৎ। তর্হ্য প্রকট-প্রকাশ এব জন্মাস্তীতি চেন্নৈবং, প্রপঞ্চাগোচরস্য বৃন্দাবনীয়-প্রকাশস্য সাধকানাং প্রাপঞ্চিক লোকানাঞ্চ প্রবেশাদর্শনেন সিদ্ধানামেব প্রবেশদর্শনেন জ্ঞাপিতাৎ কেবলসিদ্ধভূমিত্বাৎ স্নেহাদয়ো ভাবাস্তত্র স্বস্বসাধনৈরপি

গণের গোবিন্দদর্শনে পরমানন্দের উদয় হয় এবং তাঁহার অদর্শনে ক্ষণকালও তাঁহাদিগের নিকট শতযুগের মত বোধ হয়।" এবং 'তোমাকে না দেখিলে একটী মুহূর্ত্ত একটী যুগের তুল্য হয়।' বিরহে ক্ষণকালও শতযুগের মত বোধই মহাভাবের লক্ষণ। যদি বল, প্রেমভূমিকা আরূঢ় ভক্তের দেহভঙ্গের পর অপ্রকট প্রকাশে গোপীগর্ভে জন্ম ব্যতিরেকেই গোপীদেহপ্রাপ্তি এবং সেই প্রাপ্ত গোপীদেহেই নিত্যসিদ্ধা গোপিকাদের সঙ্গে উদ্ভূত স্নেহাদি ভাব সকলের প্রাপ্তি, ইহা বলা হয় না কেন? এরূপ বলিতে পার না। কারণ গোপীগর্ভে জন্ম ব্যতিরেকে এই সখী কাহার কন্যা, কাহার বধূ, কাহার স্ত্রী, এইরূপ নরলীলতার ব্যবহার সিদ্ধ হয় না। যদি বল, অপ্রকটপ্রকাশেই জন্ম হয়, তাহাও বলিতে পার না। কেননা, প্রপঞ্চের অগোচর বৃন্দাবনীয় প্রকাশে সাধকের এবং প্রাপঞ্চিক লোকের প্রবেশের অদর্শনে এবং কেবল সিদ্ধগণের প্রবেশ

তূর্ণং ন ফলন্তি,অতো যোগমায়য়া জাতপ্রেমাণো ভক্তা স্তে প্রপঞ্চ-গোচরে বৃন্দাবনপ্রকাশে এব শ্রীকৃষ্ণাবতারসময়ে নীয়ন্তে। তত্রোৎপত্ত্যনন্তরং শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাৎ পূর্ব্বমেব তত্তদ্ভাবসিদ্ধ্যর্থং তত্র সাধকভক্তানাং কর্ম্মিপ্রভৃতীনাং সিদ্ধভক্তানাঞ্চ প্রবেশদর্শনে নৈবানুভূয়তে সাধকভূমিত্বং সিদ্ধভূমিত্বঞ্চ। নন্থ তর্হি তাবন্তং কালং তৈঃ পরমোৎকণ্ঠৈর্ভক্তৈঃ ক্ব স্থাতব্যম্? তত্রোচ্যতে। সাধকদেহভঙ্গসময়ে এব তস্মৈ প্রেমবতে ভক্তায় চিরসময়বিধৃত-সাক্ষাৎসেবাভিলাষমহোৎকণ্ঠায় ভগবতা কৃপয়ৈব সপরিকরস্ত স্বস্য দর্শনং তদভিলষণীয়সেবাদিকং চালব্ধস্নেহাদিপ্রেমভেদায়াপি সকৃদ্দীয়তে এব যথা নারদায়ৈব। চিদানন্দময়ী গোপিকাতনুশ্চ দীয়তে। সৈব তনু যোগমায়য়া বৃন্দাবনীয়-প্রকট-প্রকাশে

দর্শনে উহার সিদ্ধভূমিত্বই সূচিত হয় ; সুতরাং তথায় স্ব স্ব ভাবানুসারে সাধন করিলেও স্নেহাদি ভাবসকল সত্বর লাভ হয় না। অতএব জাত-প্রেম ভক্তগণ যোগমায়া কর্ত্তৃক প্রপঞ্চগোচর বৃন্দাবনীয় প্রকাশেই শ্রীকৃষ্ণাবতারসময়ে নীত হইয়া থাকেন। এইরূপে তথায় উৎপত্তির পর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গ লাভের পূর্ব্বেই স্নেহাদি ভাবের সিদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মী প্রভৃতি সাধকভক্তগণের এবং সিদ্ধভক্তগণের প্রবেশ দর্শনে প্রকট প্রকাশের সাধনভূমিত্ব এবং অপ্রকট প্রকাশের সিদ্ধভূমিত্ব অনুভূত হয়। যদি বল, এতাবৎকাল অর্থাৎ দেহত্যাগের পর প্রকটপ্রকাশে গোপীদেহ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল পরম উৎকণ্ঠিত সেই সকল ভক্ত কোথায় থাকেন ? তাহার উত্তর— সাধকদেহ ভঙ্গের সময়ই চিরকাল ব্যাপিয়া সাক্ষাৎ সেবাভিলাষরূপ মহোৎকণ্ঠিত প্রেমিক ভক্তকে (স্নেহাদি

কৃষ্ণপরিবার-প্রাদুর্ভাবসময়ে গোপী-গর্ভাদুদ্ভাবয়তে। নাত্র কালবিলম্বগন্ধোঽপি। প্রকটলীলায়া অপি বিচ্ছেদাভাবাৎ। যস্মিন্নেব ব্রহ্মাণ্ডে তদানীং বৃন্দাবনীয়লীলানাং প্রাকট্যং তত্রৈবাস্যামেব ব্রজভূমৌ, অতঃ সাধকপ্রেমিভক্তদেহভঙ্গসমকালেঽপি সপরিকর-শ্রীকৃষ্ণপ্রাদুর্ভাবঃ সদৈবাস্তি ইতি ভো ভো মহানুরাগি সোৎকণ্ঠভক্তা মাভৈষ্ট সুস্থিরাস্তিষ্ঠত স্বস্ত্যেবাস্তি ভবদ্ভ্য ইতি ॥৭॥

"লীলাবিলাসিনে ভক্তিমঞ্জরীলোলুপালিনে। মৌগ্ধ্য-সার্ব্বজ্ঞ্যনিধয়ে গোকুলানন্দ তে নমঃ॥ দদামি বুদ্ধিযোগন্তং

ভাব সকল লাভ না হইলেও) শ্রীভগবান কৃপা করিয়া সপরিকরে স্বীয় দর্শন ও ভক্তের অভিলষনীয় সেবাদি একবার প্রদান করেন। শ্রীনারদই এ বিষয়ে দৃষ্টান্তস্থল। তৎকালে শ্রীভগবান ভক্তকে চিদানন্দময়ী গোপিকাদেহও দান করেন। যোগমায়া সেই গোপীদেহকে বৃন্দাবনীয় প্রকট-প্রকাশে কৃষ্ণপরিকরের প্রাদুর্ভাব সময়ে কোন গোপীগর্ভ হইতে প্রাদুর্ভাবিত করিয়া থাকেন; এই ব্যাপারে মুহূর্তমাত্রও কালবিলম্ব হয় না। কারণ প্রকটলীলার বিচ্ছেদ নাই। যে ব্রহ্মাণ্ডে সেই সময় বৃন্দাবনীয় লীলার প্রাকট্য হয়, সেই ব্রহ্মাণ্ডেই এই ব্রজভূমি বর্ত্তমান। অতএব প্রেমিক ভক্তের দেহভঙ্গের সমকালেই সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব সদাই বর্ত্তমান আছে। হে মহানুরাগী ভক্তগণ! ভীত হইও না, সুস্থিরে অবস্থান কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে। ৭।

হে লীলাবিলাসী গোকুলানন্দ! হে ভক্তিমঞ্জরী-মকরন্দ-লোলুপ মধুকর! হে মৌগ্ধ্য-সার্ব্বজ্ঞ্যনিধি! তোমাকে নমস্কার। হে প্রভো! তুমি নিজমুখে বলিয়াছ— 'আমি ভক্তগণকে তাদৃশ বুদ্ধিযোগ প্রদান

যেন মামুপযান্তি তে ॥ ইত্যবোচঃ প্রভো স্তস্মাদেতদেবাহমর্থয়ে। গোপীকুচালঙ্কৃতস্ত তব গোপেন্দ্রনন্দন। দাস্তং যথা ভবেদেবং বুদ্ধিযোগং প্রযচ্ছ মে॥" যে তু রাগানুগাভক্তিঃ সর্ব্বথৈব সর্ব্বদৈব শাস্ত্রবিধিমতিক্রান্তা এব ইতি ব্রুবতে "যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ" ইতি "বিধিহীনমসৃষ্টান্নম্" ইত্যাদি গীতোক্তের্গর্হ্যমহান্তো মুহুরুৎপাতমনুভূতবন্তোঽনুভবন্তোঽনুভবিষ্যন্তি চেত্যলমতিবিস্তরেণ। হন্ত রাগানুগাবর্ত্ম দুর্দ্দর্শং বিবুধৈরপি। পরিচিন্বন্তু সুধিয়ো ভক্ত্যাশ্চন্দ্রিকয়ানয়া ॥৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি মহাশয়-বিরচিতা
রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা-সমাপ্তা।

করি, যাহাদ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন।" অতএব "হে গোপেন্দ্র-নন্দন! আমি এই প্রার্থনা করি, আমি যাহাতে গোপী-কুচালঙ্কৃত তোমার দাস্যলাভ করিতে পারি, আমাকে তাদৃশ বুদ্ধিযোগ প্রদান কর।" যাহারা বলে, রাগানুগাভক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করিয়াছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে দেখা যায়—'যাহারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া অথচ শ্রদ্ধাযুক্ত উপাসনাদি করে" এবং 'শাস্ত্র-বিধিরহিত অদত্তান্ন' ইত্যাদি উক্তি অনুসারে নিন্দনীয় এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিনকালেই বিঘ্নদ্বারা উপদ্রুত হয়েন। অধিক বিস্তারে প্রয়োজন নাই। তাৎপর্য্য এই যে, বর্তমানক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বিধায় আমরা উহার বিস্তৃত আলোচনায় বিরত রহিলাম। অহো!

রাগানুগামার্গ দুর্দ্দশ—বিদ্বান্‌গণেরও অগোচর। সুধী ভক্তবৃন্দ! এই 'রাগবর্ত্মচন্দ্রিকার' সাহায্যে রাগপথ পরিচয় করুন। ৮।

(তাৎপর্য্য—রাগানুগা বিধিদ্বারা প্রবর্ত্তিত নহে বলিয়া উহার বিধি-নিরপেক্ষতা দেখা যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীভগবানের নাম-গুণাদিতে অচিন্ত্য বস্তুশক্তির সিদ্ধি থাকায় ভক্তিমার্গে বিশেষতঃ রাগমার্গে বিধির অপেক্ষা নাই। (১২ অনুচ্ছেদে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) রাগমার্গে অরুচি নিবন্ধন বিধিমার্গের আবশ্যকতা। যিনি ভজনে স্বতঃপ্রবৃত্ত, তাঁহার জন্য বিধিমার্গ নহে। যেহেতু লোভবশতঃ তাঁহার ভগবদ্‌বিষয়ক অভিনিবেশ সতত বর্ত্তমান আছে। অধিক কি, রাগভক্তের বেষের অনুকরণ করিয়াও পূতনাদির ধাত্রীগতির কথা শুনা যায়। অতএব রাগানুগা ভক্তের সাধারণ বিধিক্রমের অপেক্ষা নাই। তবে যাঁহার তাদৃশ লোভ উৎপন্ন হয় নাই, তিনি কিন্তু রাগানুগা ভক্তিও বৈধী সম্বলিত হইয়াই করিবেন। আবার রাগানুগা ভক্তের ইহাই স্বভাব যে, তাঁহার মুখ হইতে কদাচ রসাভাষ বা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা বাহির হয় না; রাগানুগার ইহাই বৈশিষ্ট্য।

প্রাকৃত শৃঙ্গার রসের সহিত সাম্যদর্শনে ভাগবতরস হইতে বিরক্ত তাপসাদি ও পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিদের ইহাতে প্রয়োজনীয়তা বোধ বা যোগ্যতা নাই বলিয়া এবং দুর্ব্বোধ্য ও রহস্যময় বলিয়া এই রাগমার্গ দুর্দ্দশ।

এই প্রসঙ্গে গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে দেখা যায়—'যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে ভজন্তে, অহমপি তাং স্তেনৈব প্রকারেণ ভজামি ভজনফলং দদামি। অয়মর্থঃ—যে মৎপ্রভোর্জ্জন্মকর্ম্মণী নিত্যে এবেতি মনসি কুর্ব্বানাস্তত্তল্লীলায়ামেব কৃতমনোরথবিশেষা মাং ভজন্তঃ সুখয়ন্ত্য-

হমপীশ্বরত্বাৎ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুমপি সমর্থস্তেষামপি জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বং কর্ত্তুং তান্ স্বপার্ষদীকৃত্য তৈঃ সার্দ্ধমেব যথাসময়মবতরন্নন্তর্দ্ধানশ্চ তান্ প্রতিক্ষণমনুগৃহ্নন্নেব তদ্ভজনফলং প্রেমানমেব দদামি। (গীতা— সারার্থবর্ষিণী টীকা ৪।১১) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন— যাহারা যেরূপে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই ভজনা করি— ভজন ফল প্রদান করি। বিশদ অর্থ— যাঁহারা আমার জন্ম-কর্ম্মাদি নিত্য মনে করিয়া (তাঁহাদের ভাবানুরূপ) সেই সেই লীলাতে সেবা-বাসনা পোষণ করত ভজন করিয়া আমাকে সুখী করেন, আমিও (আমি ঈশ্বর বলিয়া যাহা ইচ্ছা করিতে বা না করিতে, কিংবা অন্যথা করিতেও সমর্থ বলিয়া) তাঁহাদের জন্ম-কর্ম্মাদির নিত্যত্ব বিধানের জন্য তাঁহাদিগকে আমার পার্ষদত্ব দান করি এবং যথাসময়ে তাঁহাদের সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া লীলাবসানে অন্তর্দ্ধান করি। এইরূপ প্রতিক্ষণে তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের ভজনের ফল প্রেম দিয়া থাকি।

শ্রীভগবান সকল কল্যাণগুণালয় বলিয়া কোনও কার বিঘ্নাদি তাঁহার ভক্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। ৮)

ইতি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডস্থিত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি শাস্ত্রী ঠাকুর
কর্ত্তৃক ভাষা-তাৎপর্য্যানুবাদ সমাপ্ত।

সাউরী প্রপন্নাশ্রমস্থিত শ্রীভক্তিতীর্থ গ্রন্থভাণ্ডার হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলি :—

১। শ্রীহরিনামামৃত সিন্ধু মূল্য—২৲ টাকা ২। ঐ বিন্দু মূল্য ।০
৩। শ্রীরসতত্ত্ব (গীতাবলী গীতাংশ) মূল্য—৶০ ৪। ঐ বিবর্ত্তযুক্ত
৫। শ্রীসেবাসঙ্কল্প মূল্য—২৲ ৬। শ্রীসদ্‌যুক্তি সোপান ১ম+২য়
(একসঙ্গে) মূল্য—॥০ আনা ৭। প্রার্থনামৃত তরঙ্গিনী মূল্য—৶০
৮। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত মূল্য ২৬৲ টাকা (১ম+২য়খণ্ড) ৯। উপ-
দেশামৃত—৶০ আনা ১০। শ্রীভাগবতধর্ম্ম মূল্য—৪৲ টাকা।
১১। শ্রীল ভক্তিতীর্থ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী—১৲ টাকা।
১২। শ্রীবৈষ্ণবকণ্ঠমালা—।৶০ ১৩। সিদ্ধোপদেশাবলী—/০
১৪। কল্যাণ কল্পতরু—৶০ ১৫। একাদশী ব্রত ব্যবস্থা—/০
১৬। শ্রীনামতত্ত্বরহস্য—॥০ ১৭। শ্রীগুরুতত্ত্ববিবেক ১৮। শ্রীমাধুর্য্য
কাদম্বিনী—১০ টাকা ১৯। রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা মূল্য—৵ আনা
২০। স্বারসিকী লীলাস্মরণ পদ্ধতি ২১। রাগানুগা ভজন
রহস্য ২২। শ্রীরূপানুগ ভজন দর্পণ ২৩। শ্রীপ্রেমভক্তি
চন্দ্রিকা ২৪। ভজনরত্নসম্পুট ২৫। শ্রীরাধারস সুধানিধিঃ
মূল্য—৩৲ টাকা ২৬। শ্রীকৃষ্ণলীলা মহিমা ২৭। স্বপ্নবিলাস
২৮। সাধ্যসাধন নির্ণয় ২৯। দীক্ষা ও মন্ত্রজপ বিধি—।০
৩০। সঙ্কল্প কল্পদ্রুম ৩১। আত্মবোধ মূল্য—৶০ আনা।